CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-12 ■ 16 October, 2025 ■ আগরতলা ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ২৯ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিকশিত ত্রিপুরার লক্ষ্য পূরণে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একাধিক দাবি ও প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। আজ নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। সাক্ষাৎ শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে "বিকশিত ত্রিপুরা, বিকশিত ভারত" গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একাধিক রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে।

এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রের সহযোগিতা কামনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ব্রু-রিয়াং সম্প্রদায়কে এনএফএসএ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা, পিডিএস ব্যবস্থার আওতায় গমের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, ত্রিপুরায় রেললাইনের দ্বিগুণীকরণ, আগরতলা থেকে গোয়াহাটি পর্যন্ত বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা, বহিঃসহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পগুলির জন্য নির্ধারিত সীমা বৃদ্ধি করা, ত্রিপুরায় আরও ১৫টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবি বাস্তবায়িত না হলে সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবে মথা ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। দাবি বাস্তবায়িত না হলে সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবে মথা। অধিকার না পেলে আর বেশিদিন সরকারে থাকবে না তিপ্রামথা। বুধবার একটি সাংগঠনিক কর্মসূচিতে একথা বলেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ।

তিনি আরো বলেন, তিপ্রাসাদের দাবিগুলি বাস্তবায়িত না হলে আগামী নির্বাচনে জনজাতিদের থেকে একটিও ভোট পাবে না বিজেপি, সিপিআইএম , কংগ্রেস কেউই। টাকার বিনিময়ে তিপ্রাসাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবেনা। টাকা দিয়ে জনজাতিদের ভবিষ্যত নিয়ে খেলতে দেওয়া হবে না। এদিন সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

এদিকে ভিলেজে কমিটি নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার জন্য শাসককেই দায়ী করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, বিজেপি জানে, পাহাড়ে একটিও আসন জিতবে না, সেই কারণেই তারা বিজেপি সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রাম কমিটি নির্বাচনে বিলম্ব করছে।

তিনি দাবি করেন, যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো, বিজেপি একটিও আসন জিততে পারত না।

এদিন বক্তব্য রাখার সময় প্রদ্যোত বলেন, "ভিলেজ কমিটি নির্বাচন শেষ হয়েছে ৯ বছর হয়ে গেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমি ও তহবিল সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রমের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "টিটিএএডিসি-এর ভূমি অধিকার নেই। কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি তহবিল দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বলে, বিজেপিতে যোগ দিলে তহবিল পাবে। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে বলে, আঞ্চলিক দলে কেন আছো? কংগ্রেসে যোগ দিলে তহবিল পাবে। একই অবস্থা সিপিআই(এম)-এর ক্ষেত্রেও।"

প্রদ্যোত বলেন, টিটিএএডিসি-এর বনভূমি আদিবাসীদের নামে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। তারা এই ক্ষমতা আদিবাসীদের দিতে চায় না, বরং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে রাখতে চায়। পুরো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্লাব সমাজের দর্পণ
মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ ক্লাবগুলোর সামাজিক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, একটি সুস্থ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনে স্থানীয় ক্লাবগুলোর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ মোহনপুর পৌর পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "শারদ সম্মান ২০২৫" পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন ক্লাবগুলোর কাজ শুধুমাত্র দুর্গাপূজার মতো উৎসব উদযাপনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজেও তাদের এগিয়ে আসতে হবে। ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে দুর্গাপূজাকে অভিহিত করে মন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃক নির্মিত দৃষ্টিনন্দন মণ্ডপ ও দুর্গামূর্তির প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন শিল্প ও আয়োজনের সৌন্দর্য্য অবশ্যই প্রশংসনীয়, তবে ক্লাবের সাফল্যের মানদণ্ড শুধুমাত্র এটুকুতে সীমাবদ্ধ নয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী সুধাংশু-র 'ঘুষ' নিয়ে মন্তব্য

বরখাস্তের দাবি বাম-কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। বিপিএল কার্ডধারী পরিবারের সদস্য থেকে রাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ করদাতার আসনে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের এই আর্থিক উত্তরণ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা ও সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর সাফ কথা, মন্ত্রী সুধাংশু দাস দুর্নীতির সাগরে ভাসছেন। অবিলম্বে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করা হোক।

সোমবার আগরতলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্রবাবু বলেন, মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি বিভিন্ন 'সোর্স' থেকে টাকা গ্রহণ করেন। এমনকি দাবি করেছেন, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও একই কাজ করে থাকেন। যদিও তিনি একে ঘুষ বলতে চাননি, বরং 'প্রণামী' বা নৈবেদ্য' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই বক্তব্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

বিরোধী দলনেতার দাবি, সুধাংশু দাসের বড় ভাই বর্তমানে রাজ্যের শীর্ষ করদাতাদের মধ্যে একজন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগেই তাঁদের পরিবার ছিল বিপিএল তালিকাভুক্ত। অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব নয়, মন্তব্য জিতেন্দ্র চৌধুরীর।

তিনি আরও জানান, গত সাত বছরে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিরুদ্ধে বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের জন্যও সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন তিনি।

শেষে তিনি বলেন, রাজ্যে প্রশাসনিক শুদ্ধতা বজায় রাখতে হলে, এ ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীদের অবিলম্বে পদচ্যুত করা প্রয়োজন।

এদিকে, প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়ার স্বীকারোক্তি করে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের মুখে পড়েছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে অবিলম্বে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিবৃতি জারি করে বলেন, মন্ত্রী সুধাংশু দাস স্বীকার করেন তিনি "নানা সোর্স" থেকে টাকা নিয়ে থাকেন এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও একই কাজ করে থাকেন। যদিও তিনি একে 'ঘুষ' বলতে চাননি, বরং 'প্রণামী' বা নৈবেদ্য' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর এই বক্তব্যকে ঘুষের স্বীকারোক্তি বলেই দেখছে বিরোধীরা।

এই পরিস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা—কে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠিতে লিখেছেন, মন্ত্রী নিজেই দুর্নীতিমূলক কাজের কথা স্বীকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে

রাজ্যে আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবায় এইমসের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা এবং রাজ্যের জনগণকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে আজ ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং নয়া দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। নয়া দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে অনুষ্ঠিত এই চুক্তি স্বাক্ষর কার্য্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী সাহা বলেন, রাজ্যের মেডিকেল কলেজ সহ রাজ্য ও জেলা স্তরের হাসপাতালগুলিকে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা শিক্ষা এবং সুপার স্পেশালিটি পরিষেবার উৎকর্ষ কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবি পন্থ হাসপাতালকে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধাসম্পন্ন একটি মেডিকেল হাবে রূপান্তর করার পরিকল্পনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ অক্টোবর।। উদয়পুরের খিলপাড়া আমতলা এলাকায় এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় ও পুলিশের একটি টিম।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃতার নাম সাবনূর বেগম (২৫)। তিন বছর ছয় মাস আগে খিলপাড়া আমতলার বাসিন্দা হাসান চৌধুরীর সঙ্গে সামাজিকভাবে তার বিবাহ হয়েছিল। তাদের আড়াই বছরের এক সন্তানও রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দাম্পত্য জীবনে মাঝে মাঝেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগে থাকত।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, মঙ্গলবার রাতে ফেসবুক ব্যবহার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র ঝগড়া হয়। এরপর বুধবার সকালে হাসান চৌধুরী দাবি করেন, তার স্ত্রী ঘরের মধ্যে দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

তবে মৃতার বাবা সাকিন মিয়া অভিযোগ করেছেন, তার জামাই হাসান নেশাগ্রস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরএসএসের বিরুদ্ধে সরব যুব কংগ্রেস, মিছিল, কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। আরএসএস শাখা চলাকালীন এবং পরে আরএসএস নেতাদের দ্বারা বারবার যৌন হয়রানির শিকার হয়ে কেরেলার আনন্দু আজি নামে একজন তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তার জীবন শেষ করতে বাধ্য হন। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবং ন্যায় বিচার দাবিতে সরব হয়েছে যুব কংগ্রেস।

এদিন কংগ্রেস ভবন থেকে মিছিল করে প্যারাডাইস চৌমুহনী সিটি সেন্টারের সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন নেতৃত্বরা। পরবর্তী সময়ে রাস্তা অবরোধ করে কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নেতৃত্বরা। ওই বিক্ষোভ মিছিলকে ঘিরে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে গ্রেফতার করে এডি নগর পুলিশ লাইন মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, কেরালার একজন আইটি পেশাদার আনন্দু আত্মঘাতী হয়েছেন। আত্মঘাতীর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি একাধিক আরএসএস সদস্যের দ্বারা শারীরিক নির্য্যাতনের অভিযোগ করে শেষ পোস্ট দেন। বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল সে। অবশেষে তা সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যার আগে এক যুবক আরএসএস সম্পর্কে এই অত্যন্ত গুরুতর বিষয়গুলি লিখেছিলেন। এই পুরো বিষয়টি তদন্ত করা উচিত। জড়িত আরএসএস সদস্যদের শাস্তি দেওয়া উচিত।

আরএসএসের কারণে আনন্দু যে নির্য্যাতন, যন্ত্রণা এবং মানসিক আঘাত সহ্য করেছিলেন তা ভোলা যাবে না। এই ঘটনাটি আরএসএস এবং বিজেপি নেতৃত্বের অন্ধকার, ভণ্ড বাস্তবতা উন্মোচিত করে। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

জমি সংক্রান্ত বিবাদে আহত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ অক্টোবর।। নিজের জমিতে সীমানা নির্ধারণ করে বেড়া দেওয়ার সময় প্রতিবেশীদের হামলায় গুরুতরভাবে জখম হলেন এক পরিবারের সাত সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে কৈলাশহর থানার অন্তর্গত সিঙ্গিরবিল ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গের বিজেপি সভাপতিকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন সাংসদ বিপ্লব

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর।। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে আজ হাসপাতালে যান ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১৬অক্টোবর, ২০২৫ ইং
২৯ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিহারে ভোটার বাদ পড়া নিয়ে নতুন বিতর্ক

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে শুরু হওয়া এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরিয়া এখন বড় রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হইয়াছে। মহাগঠবন্দন বা বিরোধী জোট অভিযোগ করিয়াছে, এই সংশোধন কার্যক্রম তাহাদের ভোটব্যাঙ্ককে টার্গেট করিয়া পরিচালিত হইয়াছে। প্রশাসন বলিতেছে এটি নিছক রুটিন কাজ, কিন্তু তথ্য-উপাত্ত বলিতেছে অন্য কথা বাদ পড়া নামের ধরণ ও সংখ্যা স্পষ্টভাবে রাজনৈতিকভাবে একপাক্ষিক।২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে এই বাদ পড়া নামের তথ্য মিলাইয়া দেখা গেছে, মহাগঠবন্দন জেতা আসনগুলোতেই গড়ে অনেক বেশি ভোটার বাদ গিয়াছেন। প্রতিটি জেতা আসনে গড়ে ২০৮ জন বেশি ভোটার বাদ গেছে। মুসলিম ভোটারদের বাদ পড়ার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ এমজিবি জেতা আসনে গড়ে ৪২১, এনডিএ আসনে ২২৪। বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে মুসলিমদের অনুপাতও বিরোধী আসনগুলোয় অনেক বেশি, ২৭.২ শতাংশ, যেখানে এনডিএ আসনে তা ১৬.৭ শতাংশ।সবচেয়ে আশঙ্কাজনক দিক হইল, এই বাদ যাওয়া নামগুলি রাজ্যজুড়িয়া সমানভাবে ঘটেনি। এটি বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কিশনগঞ্জ, আরারিয়া, পূর্ণিয়া, কাটিহার যেখানে মহাগঠবন্দন ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী। বাদ যাওয়া ভোটারদের শীর্ষ ২৬টি আসনের মধ্যে ১৬টি এমজিবি জেতা,। এর মধ্যে ১৭টি (৬৫ শতাংশ) সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ বাদ যাওয়ার প্রক্রিয়াটি ভৌগোলিকভাবে একদিকেই প্রবলভাবে কেন্দ্রীভূত, এবং সেটি বিরোধী দুর্গে।এছাড়া দেখা গিয়াছে, যেখানে নির্বাচনের ব্যবধান খুব কম ছিল, সেখানে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা বহু গুণ বেশি।

উপ-অঞ্চলভিত্তিক তুলনায়ও এই প্রবণতা স্পষ্ট। এনডিএ ঘাঁটি মগধ ও তিরহুত অঞ্চলে বাদ যাওয়ার হার রাজ্যগড়ের নিচে, কিন্তু সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তাহা দ্বিগুণেরও বেশি। মিথিলা অঞ্চলে গড়ের চেয়ে কিছুটা বেশি বাদ যাওয়া হইয়াছে, বিশেষত সীমান্তবর্তী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়।দলভিত্তিক বিশ্লেষণেও মহাগঠবন্দনের মূল দুই সঙ্গী, আরজেডি ও কংগ্রেস, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কংগ্রেস জেতা আসনগুলোয় বাদ যাওয়া নামের সংখ্যা ও মুসলিম ভোটারদের অনুপাত দুই-ই রাজ্যের সর্বোচ্চ। অন্যদিকে বিজেপি জেতা আসনগুলোয় বাদ যাওয়ার হার রাজ্যগড়ের নিচে, অর্থাৎ শাসকদলের ভোটব্যাঙ্ক তুলনামূলকভাবে অক্ষত রহিয়াছে।

জাতিভিত্তিক এসসি সংরক্ষিত আসনগুলোতেও একই প্যাটার্ন দেখা যাইতেছে যদিও ব্যবধান কিছুটা কম। বাদ পড়া ভোটারদের সংখ্যার দিক থেকে মহাগঠবন্দন সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে, বিশেষত সাধারণ আসনগুলোয়, যেখানে মুসলিম-যাদব জোট সবচেয়ে প্রভাবশালী।যদি রাজ্যের গড় বাদ যাওয়া সংখ্যা ধরা হয় ১,৩৮৫, তাহলে দেখা যাইতেছে মহাগঠবন্দনের ৫১.৮ শতাংশ আসন "উচ্চহারে বাদ যাওয়া আসন" হিসেবে চিহ্নিত, যেখানে এনডিএ-র ক্ষেত্রে তা ৩৯.২ শতাংশ। আর "অত্যন্ত উচ্চহারে বাদ যাওয়া" (আসনের সংখ্যা ২১, এনডিএ"র- মাত্র ৫। অর্থাৎ মহাগঠবন্দন জেতা আসনে খুব বেশি ভোটার বাদ পড়ার সম্ভাবনা চার গুণ বেশি।এই সমস্ত তথ্য একসঙ্গে ইঙ্গিত দিতেছে যে, ভোটার তালিকা সংশোধনের এই অভিযান বাস্তবে রাজনৈতিকভাবে একতরফা প্রভাব ফেলিয়াছে। এর মূল আঘাত পড়িয়াছে বিরোধী শিবিরের ঘাঁটি সীমান্তবর্তী এলাকা। প্রশাসনিক উদ্দেশ্য যাই বলা হোক না কেন, এই ভোটার বাদ দেওয়ার প্রবণতা নির্বাচনী ভারসাম্য বদলে দেওয়ার মতো বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি করিয়াছে।

দক্ষিণ জেলায় দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক দপ্তরের বিশেষ সচেতনতা অভিযান শুধুমাত্র জরিমানা নয়, নিরাপত্তার বার্তা জনগণের দ্বারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ১৪ অক্টোবর: প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটছে সড়ক দুর্ঘটনা। অতিরিক্ত গতি, হেলমেট বা সিটবেল্ট ব্যবহার না করা, এমনকি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর মতো অসচেতনতার কারণেই এই দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। এবার এই প্রবণতা রোধে শুধুমাত্র জরিমানা বা মামলা নয়, বরং সচেতনতাকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিল দক্ষিণ জেলার ট্রাফিক দপ্তর।

মঙ্গলবার জোলাইবাড়ি কাকুলিয়া এলাকায় জাতীয় সড়কে বিশেষ সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করে দক্ষিণ জেলার ট্রাফিক দপ্তর। এই অভিযানের উদ্যোগ নেন দক্ষিণ জেলার ট্রাফিক অফিসার-ইন-চার্জ বিশ্বজিৎ দেববর্মা।

অভিযান চলাকালীন ওসি বিশ্বজিৎ দেববর্মা স্থানীয় মানুষ এবং যানবাহন চালকদের সঙ্গে কথা বলেন ও ট্রাফিক বিধি মেনে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সচেতন করেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনা রোধে সকলেরই সচেতন হওয়া জরুরি। আইন ভাঙলে শুধু জরিমানা নয়, নিজের ও অন্যের জীবন ঝুঁকিতে পড়ে। এদিন তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা ও সরকারি সহায়তা প্রদানে প্রশাসন সর্বদা প্রস্তুত।

তার কথায়, দক্ষিণ জেলার পুলিশ প্রশাসন সর্বদা জনগণের নিরাপত্তা ও স্বার্থে কাজ করে যাবে। এদিনের এই সচেতনতা অভিযান স্থানীয়দের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলে, এবং ট্রাফিক দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তেলিয়ামুড়ায় 'নিপুণ ত্রিপুরা' প্রকল্পের তিন বছর পূর্তি উদযাপন, শিক্ষার মানোন্নয়নে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ অক্টোবর: শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে চলছে 'নিপুণ ত্রিপুরা' প্রকল্প। এই প্রকল্পের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ তেলিয়ামুড়ায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই র‍্যালিটি সকালবেলা তেলিয়ামুড়া টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে সূচনা হয়, এবং শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় টাউন হলে ফিরে আসে। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা, সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ, লেখা ও গণনার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরা।

উপস্থিত অতিথিরা শিক্ষার প্রসারে এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং 'নিপুণ ত্রিপুরা' প্রকল্পের সাফল্যকে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান।

প্লাস্টিক রিসাইকেল করে কি কোনো লাভ হচ্ছে

কাজী আকাশ

২০২২ সালে মাত্র ১৪ শতাংশ প্লাস্টিক রিসাইকেল করা হয়েছেক্লিনহাব

আমরা প্রতি বছর পাহাড় পরিমাণ প্লাস্টিক ফেলে রাখি। ২০২২ সালে বিশ্বে প্রায় ২৬ কোটি ৮০ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র ১৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৩ কোটি ৮০ লাখ টন রিসাইকেল করা গেছে। বাকিটা হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়, নয়তো জমা হয় ভাগাড়ে। প্লাস্টিক দূষণের কারণে যে আমাদের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু এত বছরেও প্লাস্টিক রিসাইকেলের হার তেমন বাড়েনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, প্লাস্টিক রিসাইকেল করে আসলেই কি কাজের কিছু হচ্ছে? নাকি রিসাইকেল করে প্লাস্টিক কমানোর আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো? প্লাস্টিকের সমস্যাটা কিন্তু আমাদের ভাবনার চেয়েও জটিল। গত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কিন্তু অনেক দেশেই এই আবর্জনাগুলো জমা করা, আলাদা করা এবং রিসাইকেল করার মতো তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। যত প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, তার মাত্র ২৭ শতাংশ জমা করে রিসাইকেলের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও অর্ধেক রিসাইকেল হয়। প্লাস্টিক বর্জ্যের একটা বড় অংশ আসে আমরা যা খাই বা ব্যবহার করি, তার প্যাকেট থেকেরিজন ম্যাগাজিন চীনের সিংহুয়া ইউনিভার্সিটির গবেষক কোয়ানইন তান প্লাস্টিক নিয়ে গবেষণা করেছেন দীর্ঘদিন। তিনি বলেছেন, 'প্লাস্টিক বর্জ্যের একটা বড় অংশ আসে আমরা যা খাই বা ব্যবহার করি, তার প্যাকেট থেকে। সারা বিশ্বে যত প্লাস্টিক ব্যবহার হয়, তার ৪৪ শতাংশই এই প্যাকেজিংয়ের জন্য দায়ী।' প্লাস্টিকের প্যাকেটগুলো খুব সস্তা হওয়ায় মানুষ একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেয়। রিসাইকেল কোম্পানিগুলোর জন্য এগুলো জমা করা আর আলাদা করা বেশ খরচসাপেক্ষ। তাছাড়া প্যাকেজিংয়ে এত রকমের প্লাস্টিক আর নানা রকমের জিনিস মেশানো হয় যে কোনটা রিসাইকেল করা যাবে আর কোনটা যাবে না, তা আলাদা করাও কঠিন। এমনকি অনেক সময় নতুন প্লাস্টিক তৈরি করার চেয়ে রিসাইকেল করার খরচ বেশি পড়ে যায়। ফলে কোম্পানিগুলো প্লাস্টিক রিসাইকেল করতে তেমন আগ্রহী হয় না। এর

সঙ্গে আরও একটা সমস্যা হলো, অনেক দেশে রিসাইকেলের জন্য দরকারি সাধারণ ব্যবস্থাও নেই। যেমন, বাড়ি থেকে আবর্জনা নেওয়ার নিয়মিত সার্ভিসে সমস্যা দেখা যায়। শুধু দরিদ্য দেশেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও মাত্র ৫ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল করা হয়, আর ৭৫ শতাংশের বেশি পাঠানো হয় ভাগাড়ে। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষক আগি ব্রান্ডট-টালবট বলেছেন, 'নতুন প্লাস্টিক তৈরির জন্য আমাদের একটা বিশাল অবকাঠামো আছে। কিন্তু প্লাস্টিক রিসাইকেল করার জন্য তেমন উন্নত কোনো ব্যবস্থা নেই।' ফলে অনেক দেশে এখন রিসাইকেল করার বদলে প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলার পথ বেছে নিচ্ছে। ২০২২ সালে ৩৪ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য এভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। কিছু অঞ্চলে তো এই হার আরও বেশি। যেমন, জাপান ৭০ শতাংশ, চিন ৬০ শতাংশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৩৮ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলে।

প্লাস্টিকের কারণে পরিবেশ দুষিত হয়কনডর ফেরি অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ভাগাড়ে ফেলার চেয়ে পুড়িয়ে ফেলা ভালো। কারণ, এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। কিন্তু এতে গ্রিনহাউস গ্যাসও বের হয়। তাছাড়া এটা প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার নয়, বরং একেবারে শেষ করে দেওয়া। তবে এত সমস্যা থাকার পরেও আমাদের এখনই প্লাস্টিক রিসাইকেল করা বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। যেসব দেশে ভালো রিসাইকেল ব্যবস্থা আছে এবং সরকার সাহায্য করছে, সেখানে প্লাস্টিক রিসাইকেলের হার বিশ্ব গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। জাপানে প্রায় তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। খুব নিখুঁতভাবে যদি প্লাস্টিক সংগ্রহ ও আলাদা করাও যায়, তবু সব প্লাস্টিক রিসাকেল করা যাবে না। গত ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে আমরা প্লাস্টিক তৈরি করেছি, সেগুলোকে আরও কীভাবে উন্নত করা যায়, সেই চেষ্টাও করেছি। কিন্তু এই প্লাস্টিকগুলো কীভাবে রিসাইকেল করা যায়, তা নিয়ে খুব বেশি কাজ করা হয়নি।

তবে ভালো খবর হলো, এখন দিন দিন আরও উন্নত হচ্ছে। নতুন কেমিক্যাল রিসাইকেলের সাহায্যে প্লাস্টিককে ভেঙে মূল রাসায়নিক উপাদানে পরিণত করা সম্ভব। মানে প্লাস্টিক তৈরির সময় রাসায়নিক যেমন ছিল, সে অবস্থায় নেওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা এখন এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাই নতুন প্রযুক্তি তৈরি হবে, প্লাস্টিক রিসাইকেলের নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি আসবে।

সব মিলিয়ে আমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে। ধীরে ধীরে এই নতুন প্রযুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হলে হয়তো বিশ্বে প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের হার বাড়বে। আর যেসব যাদের দেশে ভালো রিসাইকেল ব্যবস্থা আছে, তারা অবশ্যই তাদের পানীয়ের বোতল আর দইয়ের পাত্রগুলো রিসাইকেলের জন্য আলাদা করে রাখুন।

বিজ্ঞান জগতে নতুন কী ঘটল ?

প্রতিদিন বিজ্ঞানের জগতে ঘটছে নানা ঘটনা। প্রতিমুহূর্তে এগোচ্ছে পৃথিবী, বদলে যাচ্ছে অনেক কিছু। প্রকাশিত হচ্ছে নতুন গবেষণাপত্র, জানা যাচ্ছে নতুন গবেষণার কথা। কিছু বিষয় এত সুদূর প্রসারী যে এগুলোর প্রভাব বোঝা যাবে আরও অনেক পরে। এরকম নানা বিষয়, নানা ঘটনা দেখে নিন একনজরে। *আসহাবিল ইয়ামিন*

নতুন রং আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা-ঃ বিজ্ঞানীরা নতুন এক রঙের দেখা পেয়েছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, বার্কলে ও ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন স্কুল অব মেডিসিনের একদল গবেষক আবিষ্কার করেছেন এমন রং, যা আগে কেউ দেখেনি। তাঁরা এই রংটির নাম দিয়েছেন 'ওলো'। তবে এই রং আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। অর্থাৎ এটা আমরা খালি চোখে দেখতে পাবো না।

বিজ্ঞানীরা 'ওজ' নামে একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যার মাধ্যমে ওলো রং দেখা যায়। গত ১৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের সায়েন্স অ্যাডভান্স জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে গবেষকরা জানিয়েছেন, এই রং দেখতে হলে চোখের রেটিনায় লেজার লাইট ফেলতে হবে। এখন পর্যন্ত পাঁচজন মানুষ ওলো রং দেখেছেন। তাঁরা সবাই বলেছেন যে এটি দেখতে সবুজ-নীল বা টিল রঙের মতো। গবেষকরা জানিয়েছেন, ওজ এমন একটি প্রযুক্তি, যা আমাদের দেখার জন্য রেটিনার মধ্যে একরকম মাইক্রোস্কোপের মতো কাজ করে। যেটা অতি অল্প মাত্রার লেজার আলোকে আমাদের চোখের নির্দিষ্ট আলোকসংবেদী কোষকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। তখনই এই রঙের দেখা মেলে।

বিজ্ঞানীরা যে ওলো রঙের কথা বলছেন, এর অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিল। তবে এই বিশেষ শেডটি আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমার বাইরে হওয়ায় আমরা এটি দেখতে পাইনি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শুধু ওলো নয়, মহাবিশ্বে এমন আরও অসংখ্য শেড বা রং থাকতে পারে যা আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

যে স্যাটেলাইট বিশ্বের ১.৫ ট্রিলিয়ন গাছের ওজন মাপবে -ঃ বিশ্বের রেইনফরেস্টগুলোকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। পৃথিবীতে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে থাকা বনভূমি কোটি কোটি টন কার্বন শোষণ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় তা ভূমিকা রাখে। তবে দেড় ট্রিলিয়নেরও বেশি গাছ পৃথিবীর ঠিক কতটা কার্বন শোষণ করে ও জমা করে রাখে, তা সঠিকভাবে মাপা এতদিন সম্ভব হয়নি। গত ২৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা ইসা জানিয়েছে, গবেষকরা সফলভাবে একটি নতুন কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছেন। স্যাটেলাইটটি বিশেষভাবে পৃথিবীর বনভূমি পর্যবেক্ষণ এবং বনাঞ্চল কীভাবে পৃথিবীর কার্বন চক্রকে প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজ করবে।

ইসা আরও জানিয়েছে, বায়োমাস নামে এই উপগ্রহটি নিউ গিনির কৌরুতে অবস্থিত ইউরোপের স্পেসপোর্ট থেকে একটি রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এটি। উৎক্ষেপণের প্রায় ৭৫ মিনিট পর, ইসার উপগ্রহ নিয়ন্ত্রকরা বায়োমাসের প্রথম সংকেত পান। প্রায় ১২ মিটার চওড়া একটি প্রতিফলকের মাধ্যমে স্যাটেলাইটটি পৃথিবীর বনাঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করবে। স্যাটেলাইটটিকে দেখতে কিছুটা ছাতার মতো। মূল রিসিভারটি ছাতার সঙ্গেই ঝুলে রয়েছে বলে মনে হয়। গবেষকরা আশা করছেন, ছয় মাসের মধ্যে প্রথম মানচিত্র তৈরি করতে পারবে স্যাটেলাইটি। পরের পাঁচ বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ চালিয়ে যাবে এটি। স্যাটেলাইটি এখন প্রায় ৬৬৬ কিলোমিটার ওপর থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

পৃথিবীর বনভূমি গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৮ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে ও সংরক্ষণ করে, যাগ্রহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে ইসা জানিয়েছে, বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বন উজাড় ও বনভূমি ধ্বংসের কারণে সঞ্চিত কার্বন পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে। এটা জলবায়ু পরিবর্তনে কারণ। গ্রহের আনুমানিক ১.৫ ট্রিলিয়ন গাছ ঠিক কতটা কার্বন ধারণ করে এবং মানুষের কার্যকলাপ সেই ধারণক্ষমতাকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যের পেতে এই ধরনের স্যাটেলাইট এই প্রথমবারের মতো মহাকাশে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার -ঃবিজ্ঞানীরা চালের দানার আকারের একটি পেসমেকার তৈরি করেছেন। এটাই বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার। আলোর সাহায্যে চলবে এটি। তবে এ যন্ত্রটা কাজ করবে সাময়িক বা অস্থায়ী হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রক হিসেবে। ডিভাইসটি সিরিঞ্জের মাধ্যমে অনায়াসে স্থাপন করা যাবে মানবদেহে। কাজ শেষে দ্রবীভূত হয়ে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। গত ২ এপ্রিল নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এই চিকিৎসা পদ্ধতির কথা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম এই পেসমেকার তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির একদল বিজ্ঞানী। এই পেসমেকার লম্বায় মাত্র ৩.৫ মিলিমিটার, চওড়ায় ১.৮ মিলিমিটার এবং পুরুত্বে প্রায় ১ মিলিমিটার। চালের দানার চেয়েও ছোট এই ডিভাইসটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও প্রচলিত পেসমেকারের মতোই কার্যকর বলে দাবি করেছেন গবেষকরা।

যদিও মানুষের দেহে এর পরীক্ষা শুরু হতে এখনো কয়েক বছর বাকি। বিজ্ঞানীরা এই তারহীন পেসমেকারটিকে একটি বৈপ্লবিক অগ্রগতি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে এটি।

সন্ধান মিলল সবচেয়ে প্রাচীন পিঁপড়ার জীবাশ্ম -ঃ ব্রাজিলের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন পিঁপড়ের জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন। ডাইনোসরদের যুগে প্রায় ১১ কোটি ৩০ লাখ বছর আগে এই প্রাগৈতিহাসিক পিঁপড়াটির বাস ছিল। বিজ্ঞানীরা একে বলছে হেল অ্যান্ট, মানে নরকের পিঁপড়া। প্রাগৈতিহাসিক এই পিঁপড়ার প্রজাতির নাম ভলকানিদরিস ক্রেটিনসিস । শিকার ধরার জন্য এর ছিল এক অসাধারণ কৌশল। এদের চোয়াল ছিল কাস্তের মতো। ওপরের দিকে বাঁকানো চোয়াল দিয়ে শিকার ধরত। এই চোয়ালে শিকারকে গেঁথেও ফেলতে পারত বলে মনে করা হয়। পিঁপড়ার প্রজাতিগুলোর মধ্যে এমন চোয়াল ও শিকারের পদ্ধতি অনন্য। নতুন আবিষ্কৃত এই হেল অ্যান্টের প্রজাতিটি ব্রাজিলের ক্রাটো কনজারভাট-ল্যাজারস্ট্যাট নামে ভূতাত্ত্বিক স্তরের চুনাপাথরে সংরক্ষিত ছিল। ব্রাজিলের সাও পাওলো ইউনিভার্সিটির প্রাণিবিদ্যা জাদুঘরের গবেষক অ্যান্ডারসন লেপেকো জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি যখন সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা জাদুঘরে সংরক্ষিত জীবাশ্মের সংগ্রহ পরীক্ষা করছিলেন, তখনই এই অসাধারণ পিঁপড়ার নমুনাটি তাঁর নজরে আসে। গত ২৪ এপ্রিল কারেন্ট বায়োলজি জার্নালে এই বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

বিজ্ঞনীরা প্রথমবারের মতো তৈরি করলেন ব্ল্যাকহোল বোমা -ঃ সম্প্রতি প্রথমবারের মতো গবেষণাগারে ব্ল্যাকহোল বোমা তৈরি করেছেন যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হেনড্রিক উলব্রিখ ও তাঁর দল। রজার পেনরোজের দেওয়া ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ উদ্ভাবন করেন তাঁরা। এতে শক্তিকে প্রতিফলক পৃষ্ঠের সাহায্যে আটকে রাখা হয়। বিস্ফোরণ ঘটলে তাই একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। তাঁদের তৈরি মডেলটি অবশ্য খুবই ছোট, খেলনার মতো। তাই, বিপদ হওয়ার বড় কোনো শংকা নেই। গবেষকদের এ আবিষ্কারের মূল রহস্যটা অবশ্য শক্তির উৎসকে ঘিরে। তাঁরা যে পদ্ধতিতে শক্তি জমা করছেন, সেটি সত্যিকারের ব্ল্যাকহোলের মতোই কাজ করে। অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলো প্রায় একই। তাই বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত এ ব্ল্যাকহোল প্রকৃত ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন ও নানা রহস্য বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ব্ল্যাকহোল বোমার এ গবেষণা ভবিষ্যতে ব্ল্যাকহোলের আচরণ এবং শক্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এতে জানা যেতে পারে মহাবিশ্বের অজানা অনেক রহস্যের সমাধান।

বিজ্ঞানীরা ফিরিয়ে এনেছেন ১২ হাজার বছর আগের বিলুপ্ত হওয়া নেকড়ে-ঃ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ১২ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হওয়া নেকড়ের একটি প্রজাতির ফিরিয়ে এনেসেন। ডায়ার নেকড়ে ফিরিয়ে আনার কাজটি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লসোল বায়োসায়েন্সের বিজ্ঞানীরা। এটিই 'বিশ্বের প্রথম সফলভাবে ডি-এক্সটিংকশন বা বিলুপ্ত প্রাণীকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা প্রাণী'। ডায়ার নেকড়ের বৈজ্ঞানিক নাম এনোসিয়ন ডিরাস। একসময় নেকড়ে প্রজাতিটি উত্তর আমেরিকায় বিচরণ করত। ক্লসোল বায়োসায়েন্সের বিজ্ঞানীরা ১৩ হাজার বছর পুরোনো একটি দাঁত এবং ৭২ হাজার বছর পুরনো একটি খুলি থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে। তা থেকে তাঁরা তিনটি শাবক পরীক্ষাগারে জন্ম দিয়েছেন। ডায়ার নেকড়ের দুটি পুরুষ ছানা জন্ম নেয় গত বছর ১ অক্টোবর। আর নারী ছানাটি জন্মে এই বছর ৩০ জানুয়ারি। তবে ডায়ার উলফের শাবকগুলোর আচরণ অন্যান্য নেকড়ে প্রজাতির থেকে বেশ আলাদা।

বৃদ্ধ বয়সে আবার গজাবে দাঁত -ঃ বৃদ্ধ বয়সে দাঁত হারানোর দিন সম্ভবত শেষ হতে চলেছে। লন্ডনের কিংস কলেজের বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো পরীক্ষাগারে সফলভাবে মানুষের দাঁত তৈরি করতে পেরেছেন। দীর্ঘ এক দশকের গবেষণায় তাঁরা এমন একটি বিশেষ উপাদান আবিষ্কার করেছেন যা দাঁত গজাতে কাজ করবে।

সেকাল এবং একালের নারীর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান

বিশেষ প্রতিবেদন।। গকে সাক্ষী রেখে যুগের উন্নতির যু সাথে সাথে নারী শক্তির যেমন বিকাশ ঘটেছে, নারীরা যেমন স্বাবলম্বী হয়েছে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারছে, তার পাশাপাশি এই নারী শক্তির অনেক ক্ষেত্রেই অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং তা একসময় আইনি সমস্যায় পরিণত হচ্ছে।

আজকে বিজ্ঞান যেমন উন্নতি করছে গু তেমনি প্রায় বহু নারী নিজের মানসিক প্রচেষ্টায়, নিজের যোগ্যতায় এবং বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় তারা আর্থিক দিক দিয়ে আগের তুলনায় অনেকটাই সাবলম্বী হয়ে উঠেছে। এটা দেশের উন্নতির পক্ষে খুবই -একটি উন্নত থেকে উন্নততর পদক্ষেপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব যে বহু ক্ষেত্রে এই নারী শক্তির অপব্যবহারের ফলে বহু পুরুষ সাংসারিক জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে একটি মতভেদ এবং ব্যবধানে সৃষ্টি হচ্ছে। আজকে পুরুষের যে দাপট, অত্যাচার, প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং তাদের থেকে সাহায্য না নেবার জন্য বহু নারীকে দেখা যায় যে তারা নিজে পায়ে দাঁড়াতে চায়, তারা জীবনে নিজে কিছু করতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়টি হলো যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই স্বনির্ভরতা তাদেরকে অহংকারী, জেদি এবং সর্বদা আদেশপ্রবণ মানসিকতায় পরিণত করছে। এতে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষের মধ্যে কোনোপ্রকার মতবিরোধ, ব্যবধান এবং মানসিকতার তফাৎ দেখা দিচ্ছে। এমনকি সেটি ক্রমশ বাড়তে বাড়তে কোনো আইনি সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। আজকে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব যে আদালতে ডিভোর্সের মামলা আগের থেকে অনেক পরিমাণ বেড়ে গেছে। তার প্রধান কারণ হলো উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ এবং মানসিকতার তফাৎ। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রীরা আদালতে মামলা করে পুরুষের সম্পত্তির ওপর দাবী চাইছে এবং ভরণপোষণের জন্য খরচা চাইছে। কারণ বিয়ের সময় অনেক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা হয় যে স্ত্রীর ভাত কাপড়ের দায়িত্ব স্বামী নেবে। কিন্তু প্রশ্নটি হল একটি বিতর্কিত স্বামী এবং স্ত্রীকে যদি উভয়কে উভয়ের অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে বলা হয় তাহলে স্ত্রীর যেমন ৫০ শতাংশ অধিকার আছে স্বামী সম্পত্তির ওপর তেমনি তার পাশাপাশি স্বামীরও ৫০ শতাংশ অধিকার আছে স্ত্রীয়ের সম্পত্তির উপর। কিন্তু খুব ভালো করে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে নারী শক্তির বিকাশ যেমন উন্নতির পক্ষে, সাবলম্বিতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার পাশাপাশি জীবনে মানিয়ে চলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরবর্তী জীবনে সুখ শান্তি বজায় রাখার জন্য। সুতরাং পুরুষ শক্তির বিকাশ যেমন প্রয়োজন তেমনি নারী শক্তিরও বিকাশ অবশ্যই প্রয়োজন।

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও মতবিরোধ হলেই তারা উভয় উভয়ের নামে ফৌজদারি অভিযোগ করছে। কতটা সত্য, কতটা মিথ্যে তা বিচার না করে নারী বা পুরুষ একজন আরেকজনের নামে অতি সহজেই কোনো ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে কোনও মিথ্যা বদনাম দিচ্ছে।

মানুষের চাহিদা, লোভ লালসা এবং ধৈর্য্যের অভাব এতটাই তীব্রভাবে পৌঁছে গেছে বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের যুগে যে কোন মানুষ আর মানসিক দিক দিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারছে না। সব মানুষেরই সময়ের অভাব, সব মানুষেরই আরো চাই আরো চাই চাহিদা লেগেই আছে। পুরুষেরাও যেমন অল্পেতে সন্তুষ্ট নয় তেমনি নারীরাও অল্পতে সন্তুষ্ট নন। এই অসন্তোষ তাদের জীবনে ঘোর অন্ধকার ডেকে নিয়ে আসছে। অর্থাৎ কোনও কিছুতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কোনও কিছুতে সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষমতা প্রায় উভয় পক্ষের মধ্যেই অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ খুব চট জলদি কোনও ফলাফল পেতে চাইছে অর্থাৎ ইউজ এন্ড থ্রো পেন-এর মত। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও মতবিরোধ হলেই তারা উভয় উভয়ের নামে ফৌজদারি অভিযোগ করছে। কতটা সত্য, কতটা মিথ্যে তা বিচার না করে নারী বা পুরুষ একজন আরেকজনের নামে অতি সহজেই কোনো ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে কোনও মিথ্যা বদনাম দিচ্ছে। আগে যারা নারীরা ঘর সংসার করতেন তাদের মধ্যেও মতবিরোধ অশান্তি ছিল কিন্তু বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এই মতবিরোধ তীব্র থেকে তীব্র আকারে দেখা দিচ্ছে যা উভয়ের জীবনকে অনেক সময় নরকে পরিণত করছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার রাজধানীতে প্রদেশ কংগ্রেসের এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

জয়সলমেরে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু, বহু আহত; প্রধানমন্ত্রীর শোক ও আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

জয়সলমার, ১৫ অক্টোবর : রাজস্থানের জয়সলমার-জোধপুর হাইওয়েতে গতকাল দুপুর ৩:৩০ টে নাগাদ এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২০ জন যাত্রী। একটি এসি স্লিপার বাসে আগুন ধরে যাওয়ার ফলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত।

বাসটিতে দুর্ঘটনার সময় ৫০-রও বেশি যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৯ জন ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা যান এবং আরও একজন যাত্রী পরে হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। পোকরানের বিধায়ক প্রতাপপুরী সংবাদমাধ্যমকে জানান, এই দুর্ঘটনায় মোট ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আহতদের মধ্যে ১৫ জনকে জোধপুরের মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অনেকেই ৭০ শতাংশ পর্যন্ত দগ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেছে। জয়সলমারের জেলা শাসক প্রতাপ সিংহ জানান, মৃতদেহগুলি এতটাই পুড়ে গেছে যে, পরিচয় শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষার সাহায্য নিতে হবে। তিনি নিখোঁজ যাত্রীদের পরিবারের সদস্যদের জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘটনার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং পরে জোধপুর হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি টুইট করে লিখেছেন, "জয়সলমারে বাসে আগুন লেগে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর শোকবার্তায় জানান, তিনি দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ করে এবং আহতদের ৫০ হাজার করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই উদ্ধার ও ত্রাণকার্যের জন্য বিশেষ দল পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার জন্য।

প্রাক্তন সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারদের জন্য আর্থিক সহায়তা দ্বিগুণ করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, রাজনাথ সিংহের অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং তাঁদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন 'ডিপার্টমেন্ট অফ এক্স-সার্ভিসম্যান ওয়েলফেয়ার' পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'পেনুরি গ্রান্ট' বা দারিদ্র্য ভাতা বাড়িয়ে প্রতি উপভোক্তার জন্য মাসিক ৪,০০০ থেকে ৮,০০০ করা হয়েছে। এই ভাতা মূলত ৬৫ বছর ঊর্ধ, অ-বেতনভোগী প্রাক্তন সেনাকর্মী ও তাঁদের বিধবা স্ত্রীদের জন্য, যাঁদের কোনও নিয়মিত আয় নেই। এই ভাতা তাঁদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সহায়তা হিসেবে কাজ করবে।

এছাড়াও, শিক্ষা ভাতাও দ্বিগুণ করে মাসে ১,০০০ থেকে ২,০০০ করা হয়েছে, যা একজন উপভোক্তার দুটি নির্ভরশীল সন্তানের জন্য প্রযোজ্য। বিয়ের ভাতা বা 'ম্যারেজ গ্রান্ট' বাড়ানো হয়েছে ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০-এ।প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সংশোধিত হারগুলি ১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে জমা পড়া আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। এই প্রকল্পগুলির জন্য বাৎসরিক প্রায় ২৫৭ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় সরকারের ঘাড়ে পড়বে বলে মন্ত্রকের অনুমান।এই প্রকল্পগুলি 'রক্ষা মন্ত্রী এক্স-সার্ভিসম্যান ওয়েলফেয়ার ফান্ড'-এর মাধ্যমে অর্থায়িত হয়, যা 'আর্মড ফোর্সেস ফ্ল্যাগ ডে ফান্ড'-এর একটি অংশ। সরকারের এই সিদ্ধান্ত অ-বেতনভোগী প্রাক্তন সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়কে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত দেশের বীর সেনানীদের প্রতি সম্মান এবং তাঁদের ত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিফলন বলেও মন্তব্য করেছে মন্ত্রক।

পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে মাদক চোরাচালানে নতুন কৌশল বিএসএফ-এর নজরদারি ও ধরপাকড়ে বড় সাফল্য

চণ্ডীগড়, ১৫ অক্টোবর : পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে মাদক চোরাচালান বন্ধ করতে যখন সীমান্তরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ) তৎপরতা বাড়িয়েছে, তখন পাকিস্তান-ভিত্তিক পাচারকারীরা নতুন নতুন কৌশল নিচ্ছে বলে জানা গেছে। বিএসএফ-এর পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ারের উচ্চপদস্থ সূত্রের বরাতে জানা গেছে, মাদক পাচারে পাকিস্তানি গ্যাংগুলি এখন এমন 'ফ্রেশ' মুখ বেছে নিচ্ছে যাদের নামে কোনো অপরাধের রেকর্ড নেই, যাতে তারা আইনগত নজরদারির বাইরে থাকে। শুধু তাই নয়, তারা তাদের ভারতীয় দোসরদের নির্দেশ দিচ্ছে নাবালকদের ব্যবহার করতে, যাতে ধরা পড়লেও আইনের কঠোর শাস্তি এড়ানো যায়।

এই পরিস্থিতিতে বিএসএফ তাদের নজরদারি ও অভিযান আরও জোরদার করেছে। চলতি বছর ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বিএসএফ ২০৩ জন ভারতীয় এবং ১৬ জন পাকিস্তানি মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। এই ধরপাকড় মূলত পাঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তরন ও ফেরোজপুরের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও, তিনজন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে সীমান্তে গুলি করে নিষ্ক্রিয় করেছে বিএসএফ।

পাকিস্তান থেকে ড্রোন ও জিপিএস-নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাদক পাঠানোর প্রবণতা রুখতে বিএসএফ মাটির উপরে ও আকাশপথে নজরদারি বাড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই মোতায়েন করা হয়েছে অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম, মুভমেন্ট সেন্সর ও নাইট ভিশন যন্ত্র। চলতি বছরে এখনো পর্যন্ত ২০০টি পাকিস্তানি ড্রোন আটক করা হয়েছে এবং উদ্ধার হয়েছে ২৮৭ কেজি হেরোইন, ১৩ কেজি আইস ড্রাগ, ১৭৪টি আগ্নেয়াস্ত্র (যার মধ্যে রয়েছে একাধিক একে-৪৭), ১২টি হ্যান্ড গ্রেনেড ও ১০ কেজিরও বেশি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক।

বিএসএফ-এর মুখপাত্র ও ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এ কে বিদ্যারথী জানান, সীমান্তবর্তী কিছু গ্রামের বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করছেন এবং পাঞ্জাব পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথ অভিযানের ফলে স্থানীয় দোসরদের খুঁজে বের করতে সুবিধা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'সীমান্ত সুরক্ষায় জনসচেতনতা ও জনসহযোগিতা অপরিহার্য। সাধারণ মানুষ এগিয়ে এলে এই মরণ নেশার বিরুদ্ধে লড়াই আরও শক্তিশালী হবে।'

নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক রেল সরঞ্জাম প্রদর্শনী ২০২৫-এর উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ ভারত মণ্ডপমে আন্তর্জাতিক রেল সরঞ্জাম প্রদর্শনী ২০২৫ -এর উদ্বোধন করলেন। এটি এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলওয়ে প্রদর্শনী। তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে ১৫টিরও বেশি দেশের ৪৫০-র বেশি প্রদর্শক আধুনিক রেল ও মেট্রো প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং টেকসই সমাধান প্রদর্শন করছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রেলমন্ত্রী জানান, গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রেল পরিষেবার আধুনিকীকরণে জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রতি বছর ২ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা রেল খাতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, যা দ্রুত রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়ক। এই সময়কালে প্রায় ৩৫ হাজার কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মিত হয়েছে এবং ৪৬ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথ বিদ্যুৎচালিত হয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, ভারতীয় রেল এখন একটি বড় রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছে। সম্প্রতি দেশে তৈরি একটি লোকোমোটিভ আফ্রিকার উদ্দেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি-এর মহাপরিচালক চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি বলেন, এই প্রদর্শনী ভারতের রেল প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতার শক্তি তুলে ধরছে। এছাড়াও, এই সম্মেলন বিশ্ব বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

প্রদর্শনীর তিন দিনব্যাপী আয়োজনে রেল মন্ত্রক 'অমৃত ভারত' ও 'তেজস' কোচ, 'বন্দে ভারত' ট্রেন, কলকাতা মেট্রো এবং 'নমো ভারত' ট্রেন প্রদর্শন করছে। এই মঞ্চ ভারতীয় নির্মাতাদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তাঁরা তাঁদের উদ্ভাবনী পণ্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে পারবেন।

সাইবার প্রতারণা মামলায় কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরালায় সিবিআই-এর অভিযান, গ্রেফতার ৩ জন

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (ঙ্খক্কজ্জ) 'অপারেশন চক্র ঝ'-এর আওতায় কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরালার একাধিক স্থানে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযান এক বৃহৎ সংগঠিত সাইবার-নির্ভর পার্ট-টাইম চাকরি এবং বিনিয়োগ প্রতারণা মামলার তদন্তের অংশ। সিবিআই গতকাল এই মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। অভিযোগ, প্রতারণাকারীরা ভারতজুড়ে হাজার হাজার নিরীহ নাগরিককে ভুয়ো অনলাইন স্কিমের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ঠকিয়েছে।

সিবিআই-এর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তদন্তে উঠে এসেছে যে অভিযুক্তরা এবং তাদের সহযোগীরা দেশজুড়ে, বিশেষত বেঙ্গালুরুতে এক জটিল শেল কোম্পানির জাল তৈরি করেছিল, যার মাধ্যমে প্রতারণার অর্থ লেনদেন ও মানি লন্ডারিং চালানো হয়। অভিযুক্তরা ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতারণামূলক স্কিম প্রচার করত এবং জাল পরিচয়পত্র ও ভুয়ো ডিজিটাল সই ব্যবহার করে বহু শেল কোম্পানি খুলত। এরপর সেই কোম্পানিগুলির নামে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হত।

সিবিআই আরও জানায়, এই প্রতারণার পিছনে বিদেশি চক্রেরও হাত রয়েছে। বিদেশি নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির নির্দেশে একাধিক ভারতীয় নাগরিক অনলাইন জুয়া ও বিনিয়োগ প্রতারণার মতো অবৈধ কার্যকলাপে যুক্ত ছিল। তদন্তে এমন এক আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণা চক্রের হদিস মিলেছে, যার আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ বহু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেছে। সংস্থা জানিয়েছে, এই চক্রের আর্থিক প্রবাহ বিশাল এবং আন্তঃদেশীয় পর্যায়ে বিস্তৃত।

'মেরা বুথ সবসে মজবুত' অভিযানে আজ বিহারে বুথস্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, শুরু হচ্ছে নির্বাচনী প্রচার

নয়াদিল্লি/পাটনা, ১৫ অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি তাদের নির্বাচনী প্রচারকে আরও জোরদার করতে 'মেরা বুথ সবসে মজবুত' কর্মসূচির মাধ্যমে বুথস্তরের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিহারের বুথস্তরের দলের কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করবেন। গত কয়েক মাস ধরেই এই উদ্যোগ চললেও আজকের অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে বিহারে এনডিএ-র নির্বাচনী প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স-এ পোস্ট করে বলেন, বিহারে এনডিএ-র জয়ের জন্য দলের কর্মীরা উদ্যমের সঙ্গে কাজ করছেন এবং তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময় সবসময়ই নতুন প্রেরণা দেয়। তিনি আরও জানান, নির্বাচিত কিছু কর্মীর সঙ্গে তিনি সরাসরি কথাও বলবেন এবং কর্মীদের থেকে প্রস্তাব ও মতামত চেয়েছেন।

এদিকে, এনডিএ জোট ইতিমধ্যেই আসন ভাগাভাগির চূড়ান্ত রূপরেখা প্রকাশ করেছে। বিজেপি ও জেডিইউ উভয়েই ১০১টি করে আসনে লড়বে। এছাড়া লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) পাবে ২৯টি আসন এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা ও হিন্দুস্তানী আওয়াম মোর্চা ৬টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বিজেপি তাদের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে ৭১ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে। এদের মধ্যে ৫০ জন বর্তমান বিধায়ক। বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এবং একাধিক রাজ্য মন্ত্রী আবারও নির্বাচনে লড়ছেন।

২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভা নির্বাচন আগামী ৬ ও ১১ নভেম্বর দু'দফায় অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর। প্রধানমন্ত্রীর আজকের কর্মসূচিকে ঘিরে রাজ্য বিজেপি-র মধ্যে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দলের আশা, তৃণমূল পর্যায়ে এই ধরনের সংযোগের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে গতি আসবে এবং বুথস্তরে সংগঠনের ভিত আরও মজবুত হবে।

ভারতের দক্ষিণে টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস, রাজধানী দিল্লিতে শীতের আগমনী সুরের সঙ্গে ফিরল দূষণ

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর তাদের সর্বশেষ সাত দিনের আবহাওয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে আগামী কয়েকদিন ব্যাপক বৃষ্টিপাত, বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ইতিমধ্যেই ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বাকি অংশ থেকে পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে এবং আগামী দুই দিনের মধ্যে অবশিষ্ট অঞ্চল থেকেও তা সরে যাবে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব উপদ্বীপের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রবেশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যার ফলে তামিলনাড়ু, কেরালা ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টিপাতের মাত্রা আরও বাড়বে।বর্তমানে একাধিক অঞ্চলে উপরের স্তরের বায়ুপ্রবাহের ঘূর্ণন সক্রিয় রয়েছেবিশেষত দক্ষিণ বাংলাদেশ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিম-মধ্য আরব সাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে। এই ঘূর্ণনের ফলে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বজ্রসহ বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এছাড়া ১৯ অক্টোবরের আশেপাশে দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর ও লক্ষদ্বীপ উপকূলে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বৃষ্টিপাতের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। আগামী ৪—৫ দিন ধরে তামিলনাড়ু, কেরালা, মাহে, দক্ষিণ অন্তঃস্থ কর্ণাটক, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, রায়লসীমা এবং লক্ষদ্বীপে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ ও ঘণ্টায় ৩০—৪০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করে বলা হয়েছে, ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় না যেতে।এই অবস্থায় দেশের দক্ষিণভাগ যখন টানা বৃষ্টিতে ভিজছে, তখন উত্তর ভারতে বিরাজ করছে এক ভিন্ন পরিবেশ। রাজধানী দিল্লি ইতিমধ্যেই শীতের আগমনী সুরে ঠান্ডা সকাল ও মনোরম সন্ধ্যার স্বাদ পাচ্ছে। মঙ্গলবার দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে আবহাওয়ার এই স্বস্তির মাঝে আবার ফিরে এসেছে দূষণের আতঙ্ক। প্রায় তিন মাস পর দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স 'দুর্বিষহ' স্তরে নেমে এসেছে, বর্তমানে যা ২১১। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অনুযায়ী, ২০১—৩০০ এর মধ্যে একিউআই পড়লে তা দূষিত ধাপে পড়ে।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের কারণে বাতাসে দূষণের মাত্রা অনেকটাই কমেছিল, তবে এখন তাপমাত্রা হ্রাস ও বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় বাতাসে দূষণ জমে যাচ্ছে। শহরের আকাশে ইতিমধ্যেই ধোঁয়াশার আস্তরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে মূলত পরিষ্কার আকাশ ও সকালের দিকে হালকা কুয়াশার পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। দিনে রোদেলা আবহাওয়া থাকবে, এবং তাপমাত্রা ১৯ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে বলে জানানো হয়েছে।এদিকে, দক্ষিণ ভারতে চলমান বৃষ্টিপাত ও ঘূর্ণাবর্তের কারণে দীপাবলির সময় অনেক অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আগেভাগেই উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। দূষণ ও আবহাওয়ার এই পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টে ভোগা ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মাওবাদী রাজনেতিক নেতা মল্লোজুলা ভেনুগোপাল রাও ও ৬০ জন ক্যাডার আত্মসমর্পণ করলেন গড়চিরোলিতে

গড়চিরোলি, ১৫ অক্টোবর : বামপন্থী চরমপন্থার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযানে বড়সড় সাফল্য এল মঙ্গলবার, যখন সিপিআই (মাওবাদী)-র শীর্ষ রাজনেতিক নেতা মল্লোজুলা ভেনুগোপাল রাও ওরফে "সোনু" গড়চিরোলি জেলা পুলিশের সদর দফতরে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলেন প্রায় ৬০ জন মাওবাদী ক্যাডার। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের উপস্থিতিতে এই আত্মসমর্পণ সম্পন্ন হয়।

রাও, যিনি দীর্ঘদিন ধরে সিপিআই (মাওবাদী)-র পলিটব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন, জানিয়েছেন তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে এখন সমাজের নিপীড়িতদের জন্য শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন।

তিনি বলেন, "আমি অস্ত্র ত্যাগ করছি এবং এখন থেকে দেশের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অংশ হব। মার্চ ২০২৫ থেকে আমাদের দল শান্তি আলোচনার পক্ষপাতী ছিল। মে মাসে আমরা এক মাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু সরকারের তরফে কোনও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আসেনি। উলটে অপারেশনের তীব্রতা বেড়েছে।"

রাও জানান, এই আত্মসমর্পণ সিপিআই (মাওবাদী)-র প্রধান সচিব বাস্বরাজুর শান্তি আহ্বানের প্রতিক্রিয়া। উল্লেখ্য, বাস্বরাজু মে মাসে এক নিরাপত্তা অভিযানে নিহত হন। "আমরা সেই আহ্বান পরিত্যাগ করিনি। প্রাণহানির পরেও আমরা শান্তির পথ বেছে নিয়েছি," রাও বলেন।

তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানান, যেন এক মাসের জন্য মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চলে নিরাপত্তা অভিযান স্থগিত রাখা হয়, যাতে দলের ভিতরে আলোচনা চালানো যায়। "ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনার জন্য আমরা প্রস্তুত। বামপন্থী সংগঠন ও সমর্থকরাও তাঁদের মতামত পাঠাতে পারেন," জানান তিনি।

এই আত্মসমর্পণের ঘটনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বাহিনী যৌথভাবে যে অভিযান চালাচ্ছে, তার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

গত মাসেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন যে, "২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে ভারত হবে নকশালমুক্ত।" দিল্লিতে "ভারত মন-২০২৫: নকশাল মুক্ত ভারত" অনুষ্ঠানে তিনি সরকারের দ্বিমুখী কৌশলের উল্লেখ করেন আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসনকে উৎসাহিত করা এবং একযোগে চরমপন্থী সংগঠনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

"পরিসংখ্যান বলছে, আজ আরও বেশি মাওবাদী অস্ত্র ছেড়ে সমাজে ফিরতে চাইছে। এটা একটি আদর্শগত পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত। যারা আত্মসমর্পণ করছে, তাদের জন্য রয়েছে লাল কার্পেট, কিন্তু নিরীহ আদিবাসীদের সুরক্ষা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব," বলেন শাহ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাওয়ের আত্মসমর্পণ দেশের মাওবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং ভবিষ্যতের শান্তি আলোচনার পথ সুগম করতে পারে।

প্রথমবারের মতো মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত হতে যাচ্ছে খোসবাগান স্থিত ক্লাবের কালী পুজা। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

নরম নাকি শক্ত, কোন বালিশে গভীর হবে ঘুম?

অনেক সময় আমাদের বিছানা, বালিশই ভিলেন হয়ে যায় ঘুমের। তাই ঘুমের প্রাথমিক শর্তই হওয়া উচিত সঠিক বালিশ ও সঠিক বিছানা। তা গভীর ঘুমের জন্য কেমন বালিশ ব্যবহার করা উচিত?

সারাদিন খাটনির পর যদি রাতে ঠিকঠাক ঘুম না হয়, তাহলে পরের দিন কাজ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সারাদিনই ঘুম ঘুম ভাব হয়। বিশেষজ্ঞদের কথায়, অনেক সময় আমাদের বিছানা, বালিশই ভিলেন হয়ে যায় ঘুমের। তাই ঘুমের প্রাথমিক শর্তই হওয়া উচিত সঠিক বালিশ ও সঠিক বিছানা। তা গভীর ঘুমের জন্য কেমন বালিশ ব্যবহার করা উচিত?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বালিশের উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যাতে ঘাড় বা কাঁধ শোয়ার সময় বেঁকে না থাকে। সমান্তরাল হয়েই শোয়া উচিত।

তুলোর বালিশই হওয়া উচিত। আজকাল বাজারে উপলব্ধ নানা সিলিকন দিয়ে তৈরি তুলোর বালিশ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের বালিশ মোটেই ভাল নয় শরীরের জন্য। এতে স্পন্ডিলাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বালিশের কভার সব সময়ই পরিষ্কার ও সুতির কাপড়ের হওয়া উচিত। আর বালিশের কভারের রং যেন হয় হালকা। এতে ঘুম ভাল হয়। ভাল ঘুম হতে দুটো নরম বালিশে মাথা রাখুন। দেখে নেবেন, মাথা যেন খুব উঁচু না হয়ে যায়। এতে ঘুম ভাল হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খুব নরম বা খুব শক্ত বালিশে শোওয়া ভাল নয়। বরং অল্প শক্ত বালিশই ঘুমের পক্ষে ভাল।

গরমে বাড়ছে মুখে অস্বস্তি

ত্বকের সেবেসিয়াস গ্রন্থিগুলি গরমে কারণে অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করে। এতে ত্বককে আর্দ্র ও তৈলাক্ত করে তোলে। সব মিলিয়ে ত্বকের ছিদ্রগুলির মুখ আটকে যায়। তাতে ব্রণের প্রবণতা বাড়ে।

কখনও গরম, কখনও বৃষ্টিভেজা আবহাওয়ায় ত্বকের অবস্থা দফারফা। ক্লান্ত, চ্যাটচ্যাটে ত্বকের জেরে নাজেহাল পরিস্থিতি। আর্দ্র ও সুস্থ ত্বক কখনও একসঙ্গে যায় না। বাতাসে বেশি পরিমাণ আর্দ্রতার মাত্রার কারণে ঘাম হয় বেশি। তাতে ত্বকের সেবেসিয়াস গ্রন্থিগুলি গরমে কারণে অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করে। এতে ত্বককে আর্দ্র ও তৈলাক্ত করে তোলে। সব মিলিয়ে ত্বকের ছিদ্রগুলির মুখ আটকে যায়। তাতে ব্রণের প্রবণতা বাড়ে। এত কিছুর মধ্যেও সকলের একটাই প্রশ্ন এই বিরক্তিকর ব্রণ প্রতিরোধ করা যায়? ডার্মালজিস্টদের মতে, আর্দ্র আবহাওয়ায় ত্বকের মধ্যে ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। আর্দ্রতা ত্বকের মধ্যে বেশি মাত্রায় আর্দ্র করে তোলে। এতে ছিদ্রগুলি উন্মুক্ত করতে ও অতিরিক্ত তেল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে জোড় করে। তাতে ছিদ্রগুলির মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ব্রেকআউট ও ব্রণের সৃষ্টি হয়। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি মাত্রায় থাকতে ঘামকে বাস্পীভূক হতে দেয় না। যার ফলে ব্রণ ও ব্রেকআউট তৈরি হয়।

ব্রণ ও ব্রেকআউট থেকে মুক্তি পেতে কী কী করণীয়, তা জানুন

ত্বককে ব্রণ মুক্ত করতে আর্দ আবহাওয়ায় ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যিক। স্বাস্থ্যকর খাবার ও প্রতিদিনের ডায়েটে ত্বক যাতে হাইড্রেটেড থাকে, তেমন খাবার খাওয়া উচিত। ব্রণ সৃষ্টি করে অমন খাবার এড়িয়ে চলুন। এছাড়া ভারী ময়েশ্চারাইজার বা ক্রিম থেকে জেল ভিত্তিক ময়েশ্চারাইজারগুলিকে পরিবর্তন করলে ত্বক থাকে সুস্থ। নিয়মিত মুখ পরিস্কার করা, ত্বককে টোনড করা ও সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে সুরক্ষিত রাখা আবশ্যিক। মুখে বারবার স্পর্শ করবেন না। বাইরের জীবাণ থেকে দূরে রাখতে বালিশের কভার পরিবর্তন করুন। পারলে ঘন ঘন মুখ ধুয়ে ফেলতে পারেন। ত্বকের যত্ন ও সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য এই নিয়মগুলি সঠিক উপায়ে মেনে চলতে হবে। ব্রণর প্রবণতা যাদের রয়েছে, তাদের ভারী ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে।

তেঁতুল দিয়ে মুখের কালো দাগ উধাও হবে

তেঁতুলে ফসফরাস, অ্যামিনো অ্যাসিড, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি মিনারেল রয়েছে যা ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বকের যত্নে কীভাবে তেঁতুলের ব্যবহার করবেন , তা দেখে নিন

শরীরের যদি কোনও অংশ বর্ণের চেয়ে অতিরিক্ত কালো দেখায় তাহলে তা দেখতেও বিশ্রী লাগে। সেই অস্বস্তি কাটাতে পার্লারে গিয়ে, ঘরের অনেক টোটকাই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মনের মত কাজ কিছু হয়নি। উজ্জ্বল ও সতেজ ত্বকের জন্য অনেকেই অনেক পণ্য ব্যবহার করে থাকেন। তবে নিয়মিত ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিং করা ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ কার্যকরী। ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে বিভিন্ন উপকরণে দিয়ে ফেসপ্যাক বা ফেসমাস্ক ব্যবহার ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তোলে। মুখের ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে বাড়িতেই রয়েছে মোক্ষম টোটকা। তার মধ্যে তেঁতুল হল অন্যতম। সাধারণত তেঁতুল স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী, তা অনেকের কাছে পরিচিত। ভারতীয় হেঁসেলে তেঁতুল থাকবেই। রান্নায় স্বাদ আনতে যেমন তেঁতুলের গুণের শেষ নেই, তেমনি ত্বকের সুস্থতার জন্যও তেঁতুলের অবদান রয়েছে অনেক। তেঁতুল শরীরের আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের জনম্য যেমন সর্বোত্তম, তেমনি বাইরের উজ্জ্বলতা বাড়াতেও তেঁতুলের অনেক গুণ রয়েছে। তেঁতুলে ফসফরাস, অ্যামিনো অ্যাসিড, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি মিনারেল রয়েছে যা ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বকের যত্নে কীভাবে তেঁতুলের ব্যবহার করবেন , তা দেখে নিন

এক্সফোলিয়েশনের জন্য-

ত্বকের মৃতকোষ দূর করতে ও গভীরভাবে ক্লিনজিংয়ের জন্য একটি পাত্রের মধ্যে এক টেবিল চামচ দই ও রক সল্ট নিন। তাতে তেঁতুলের পাল্প যোগ করে ভাল করে পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার গোটা ত্বকের উপর প্রয়োগ করে বেশ কয়েক মিনিট মাসাজ করে নিন। এবার কয়েক মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন। এরপর স্বাভাবিক জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

আলফার-উপস্থিতি তেঁতুলের হাইড্রক্সিল- অ্যাসিড আপনার ত্বককে এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করবে। ঘাড়ের কালো দাগ দূর করতে- ঘাড়ে ও গলায় কালো ছোপ তৈরি হলে তা বেশ বিশ্রী দেখতে লাগে। এই সমস্যা থেকে দ্রুত ও সহজ উপায়ে প্রতিকার পেতে একটি পাত্রের মধ্যে তেঁতুলের পাল্প, সঙ্গে গোলাপ জলের কয়েক ফোঁটা ও মধু মিশিয়ে একটি পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি ঘাড়ে, গলায় লাগিয়ে নিয়ে ১৫ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত করলে মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই এই কালো দাগ মিটে যাবে।

প্রাকৃতিক উজ্জ্বল ত্বক পেতে-

উজ্জ্বল এবং প্রাকৃতিক ত্বকে জেল্লা ফেরাতে তেঁতুলের সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়। এরজন্য একটি পাত্রে গরম জলে তেঁতুলে ভিজিয়ে রাখুন। সারা রাত ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। এবার তেঁতুলের থকথকে নির্যাস নিয়ে তাতে হলুদ গুঁড়ো যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। কমপক্ষে ১০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। প্রাকৃতিকভাবে আভা পেতে সপ্তাহে ২বার এই ফেসপ্যাকটি ব্যবহার করতে পারেন।

দাগহীন উজ্জ্বল ত্বক পেতে কী কী করবেন?

প্রাকৃতিকভাবে ঘরোয়া উপাদান দিয়ে ত্বকের পরিচর্চা করা হলে কী কী উপকার পেতে পারেন, কেমন থাকে ত্বক, সব ঋতুতেই ত্বকের ঝলমলে ভাব কীভাবে বজায় রাখবেন, সবকিছু নিয়েই ঘরোয়া টিপস দিলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। সুন্দর, দাগহীন, উজ্জ্বল ও চকচকে ত্বক থাকবে সারা বছর। ত্বক সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান রয়েছে হাতের কাছেই। এমন স্কিনের জন্য জেনে নিন রামদেব কী বলছেন

কপালভাতি প্রাণায়াম:মানবদেহের যে কোনও সমস্যার জন্য কপালভাতি প্রাণায়াম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেডিটেশন। প্রতিদিন অনুশীলন করা হলে মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই উজ্জ্বল ত্বকের মালকিন হতে পারবেন। ১৫ মিনিট করে দিনে ২ বার করুন। ফুসফুসে অক্সিজেন সরবরাহ বাড় লেই ত্বকের উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে।

তাজা ফলের রস খান: এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও পুষ্টি। জুসের খেকে একটি তাজা ফল চিবিয়ে খেতে পারেন। তাতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। মুখের ফ্যাট ও ব্রণ, বলিরেখা কমাতে তাজা ফলের জুস বা ফল কেটে খান। তোয়ালে দিয়ে মুখ মাসাজ করুন: উজ্জ্বল ত্বকে জন্য একটি ভেজা তোয়ালে বা সুতির কাপড় দিয়ে মুখ মাসাজ করতে পারেন। তাতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। এই টিপসটির কথা অনেক কম সংখ্যক মহিলাই জানে। পার্লারে গিয়ে পয়সা খরচ করার প্রয়োজন নেই, বাড়িতেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

মনকে শান্ত করে পজিটিভিটি বাড়ান- উজ্জ্বল ত্বকের জন্য শুধু যোগব্যায়ামের উপর গুরুত্ব দিলেই হবে না, নিজেকে শান্তিতে রাখা এবং ইতিবাচকতা সবসময় আমাদের ঘিরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ব নিজেকে সুস্থ রাখতে এবং সুস্থ ও উজ্জ্বল দেখতে। মানসিক চাপ এবং উত্তেজনা দূরে রাখা দরকার।

প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন: স্বাস্থ্য এবং ত্বকের জন্য জলের গুরুত্ব অনেক। নিয়মিত ৩ থেকে ৪ লিটার জল পান করা উচিত। ত্বককে হাইড্রেট ও উজ্জ্বল রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করার টিপস দিয়েছেন বাবা রামদেব।

অ্যালোভেরার জুস: ত্বকের দাগ, ব্রণ, বলিরেখার চিকিৎসায়ও জনপ্রিয় উপাদান অ্যালোভেরার জুস। নিয়মিত খেলে ত্বকের উপর ফাইন লাইনস ও অকাল বার্ধক্য কমাতে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, উজ্জ্বল ত্বকের মালকিন হতে কোনও রকম পরিশ্রম ছাড়াই খান এই ভেষজ জুস।

ত্বকে বয়সের ছাপ দূর করবে কেশর

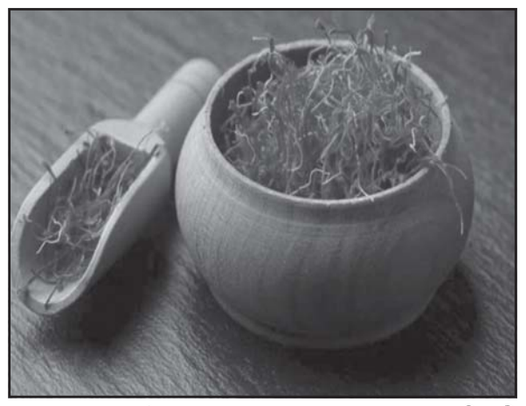

কাঁচা হলুদ, দুধ, মধু, বেসন, চন্দন, কেশর দিয়ে রূপচর্চার কোনও তুলনা বনেই। এতে ত্বক ভেতর থেকে ভাল থাকে। উজ্জ্বল দেখায়। এছাড়াও মুখের দাগ ছোপ দূর করে। ত্বকে বলিরেখা কিংবা বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না।

কেশর আদতে ফুলের রেনু। এর একটা সুমিষ্ট গন্ধও রয়েছে। রান্না থেকে রূপচর্চা সবেতেই দারুণ কাজে লাগে এই জাফরান। বিশ্বের সবথেকে বেশি জাফরান উৎপন্ন হয় ইরানে। তবে ব্যায় বহুল হওয়ার কারণে সবার পক্ষে সব সময় জাফরান ব্যবহার করা কিন্তু সহজ নয়।

সাধারণত ১ গ্রাম শুকনো জাফরান প্রস্তুত করতে প্রায় ১৫০-১৬০টি ফুল প্রয়োজন হয়। দামী এই মশলা খাবারকে যেমন সুস্বাদু করে তোলে, তেমনই নানা শারীরিক সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। যে কারণে জাফরানকে ''রেড গোল্ড''ও বলা হয়।

জাফরানের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সর্দি কাশির পাশাপাশি হার্টের সমস্যা, ব্লাড সুগার, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে। সব সময় বাজার চলতি যে কোনও প্রোডাক্টের থেকে ঘরোয়া উপকরণ অনেক ভাল হয়। কাঁচা হলুদ, দুধ, মধু, বেসন, চন্দন, কেশর দিয়ে রূপচর্চার কোনও তুলনা বনেই। এতে ত্বক ভেতর থেকে ভাল থাকে। উজ্জ্বল দেখায়। এছাড়াও মুখের দাগ ছোপ দূর করে। ত্বকে বলিরেখা কিংবা বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না।

যে ভাবে কেশর ব্যবহার করে বানাবেন ফেসপ্যাক

*তিনটে কেশর নিয়ে দু চামচ দুধে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর এর সঙ্গে চন্দন আর কাঁচা হলুদ ভাল করে মিশিয়ে নিন। মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। শুকনো হলে ধুয়ে ফেলুন।

*আগের রাতে দুধে কেশর ভিজিয়ে রাখুন। সকালে ওর সঙ্গে এক চামচ মধু আর মুলতানি মাটি মিশিয়ে ভাল করে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে ইষদুষ্ণ গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক হবে কোমল

*ক্লিনজার হিসেবেও ব্যবহার করতে পরারেন টোনার। কাঁচা দুধে কয়েক দানা কেশর ফেলে ফ্রিজে রেখে দিন। রাতে তুলো ভিজিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। এতে ভাল যেমন পরিষ্কার হয় তেমনই ত্বক থাকে নরম।

*দু থেকে তিনটে কেশর, টকদই, বেসন, দুধের সর আর হাফ চামচ লেবুর রস দিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। স্নানের আগে পুরো শরীরে এই প্যাক লাগাতে পারেন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। ব্যাস এতেই কেল্লাফতে। খুলবে ত্বকের জেল্লা।

কালচে হাঁটু ও কনুই নিয়ে উদ্বেগ?

কনুই এবং হাঁটুতে হাইপারপিগমেন্টেশন নিয়ে অস্বস্তিকরবোধ করলে চিন্তা করার কিছু নেই। কালো ছোপ হঠিয়ে উজ্জ্বল করতে বেশ কিছু জিনিসের প্রয়োজন। এই দাগ দূর করতে ঘরোয়া উপায় প্রয়োগ করতে পারেন। এক ঝলকে দেখে নিন কয়েকটি জরুরি টিপস

আমাদের সাধারণত হাঁটু ও কনুইয়ের চামড়া কালচে হয়। এছাড়াও কালো ছোপ ধরা হাঁটু ও কনুই নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন প্রত্যেকেই। নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমস্যা থাকে। শরীরের বাকি অংশের তুলনায় এই অংশে বেশি মেলানিনের ফলে বা সূর্যের তাপ, ঘর্ষণ আরও অনেক কিছুর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কালচে হাঁটু ও কনুই নিয়ে উদ্বেগের কিছু না হলেও, ছোট পোশাক ও স্লিভলেশ টপ বা ব্লাউজ পরলে তখন হাইপারপিগমেন্টেশনগুলি বেশি চোখে পড়ে। কনুই এবং হাঁটুতে হাইপারপিগমেন্টেশন নিয়ে অস্বস্তিকরবোধ করলে চিন্তা করার কিছু নেই। কালো ছোপ হঠিয়ে উজ্জ্বল করতে বেশ কিছু জিনিসের প্রয়োজন। এই দাগ দূর করতে ঘরোয়া উপায় প্রয়োগ করতে পারেন। এক ঝলকে দেখে নিন কয়েকটি জরুরি টিপস-

হলুদ- একচামচ হলুদের সঙ্গে দই ও মধু মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এরপর কনুই ও হাঁটুতে পেস্টটি ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলতে হবে।

অ্যালোভেরা- অ্যালোভেরা ত্বককে হালকা করতে বেশ কার্যকরী। ত্বক-আলোকিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান মেলানিন কোষগুলিকে ধ্বংস করে কাজ করে। হাইপারপিগমেন্টেশনের উপস্থিতি হ্রাস করে। তাজা অ্যালোভেরা থেকে জেল ব্যবহার করতে পারেন বা একটি ওভার দ্য কাউন্টার ক্রিম প্রয়োগ করতে পারেন। ত্বকের জন্য অ্যালোভেরা জেল খুব ভালো। ২০ মিনিট দাগের উপর জেল মেখে অপেক্ষা করুন, শুকিয়ে এলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

লেবুর রস-প্রাকৃতিক ব্লিচিং বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত। এটি ত্বককে হালকা ও উজ্জ্বল দেখাতে লেবুর রস ব্যবহার বহু যুগ ধরে হয়ে আসছে। ত্বকের জন্য বেশ উপকারী লেবু। লেবুর রস হাঁটু ও কনুইয়ের ওপর ১০ মিনিট ভালো মতো লাগিয়ে ঘষুন। শুকিয়ে এলে গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। অতিরিক্ত সুবিধার জন্য, আপনি উপরে কিছু বেকিং সোডা ছিটিয়ে দিতে পারেন।

আলু- ভাজা আলু স্ন্যাকস হিসেবে ত্বকের জন্য খারাপ হলেও কাঁচা আলুর রস আসলে ত্বকের প্রাকৃতিক ব্লিচিংয়ের জন্য উপকরণ। আলুতে প্রাকৃতিক ত্বক ব্লিচিং বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। কালো দাগ এবং দাগ থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করতে পারে। হাঁটু এবং কনুইতে পিগমেন্টেশন থেকে মুক্তি পেতে ত্বকে আলুর টুকরো ঘষুন। এমনকি রস বের করে ব্যবহার করতে পারেন।

বেকিং সোডা ও দুধ- ত্বকের কালো দাগ দূর ও উজ্জ্বল করতে বেকিং সোডা খুবই কার্যকর। এক চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে সামান্য দুধ মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। পাঁচ মিনিট রাখুন এবং শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুই-তিন বার ব্যবহার করুন, এতে কালো দাগ সহজে দূর হবে।

দই ও ভিনিগার-দু'টি একসঙ্গে নিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। কালো অংশে মিশ্রণটি লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। এটি নিয়মিত ব্যবহারের ফলে কনুই ও হাঁটুর চামড়ার রং স্বাভাবিক রঙে ফিরে আসবে ও উজ্জ্বল হবে।

রূপচর্চায় গোলাপ জলের ক্ষমতা অসীম

ফেস প্যাক, কিংবা ক্রিমের সঙ্গে মিশিয়ে গোলাপ জল ববহার করেন অনেকেই। তবে জানেন কি হাতের সামনে যা রয়েছে তার সঙ্গেই গোলাপ জল মেশালে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। জানুন কোন-কোন জিনিসের সঙ্গে গোলাপ জল মেশালে ত্বকের ক্ষতি হয়।

পাতিলেবুর রস ও গোলাপ জল: ত্বকের যত্নে পাতিলেবুর রস ব্যবহার করেন অনেকেই। কিন্তু ভুলেও কখনও এর সঙ্গে গোলাপ জল মেশাবেন না। কারণ এই দুই উপাদানের মিশ্রণে ত্বকের পিএইচ মাত্রা বিঘ্নিত হয়। এছাড়াও এতে ব্রণ বা ব্যাশের মতো একাধিক সমসাও দেখা দিতে পারে।

বেকিং সোডা ও গোলাপ জল: বেকিং সোডায় অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিসিপেটিক বৈশিষ্ট রয়েছে, যা ব্রণর সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। তবে এর সঙ্গে কখনই গোলাপ জল মেশাবেন না। এতে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।

ভিনিগার ও গোলাপ জল: ত্বকের দাগছোপ তুলতে ও ব্রণর সমসার বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে ভিনিগার। তবে শুধু ভিনিগারই ব্যবহার করুন। এর সঙ্গে গোলাপ জল মেশানোর কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ এর সরাসরি প্রভাব পড়ে ত্বকের পিএইচ ভারসামের উপর।

উইচ হ্যাজেল ও গোলাপ জল: উইচ হ্যাজেলকে প্রাকৃতিক অ্যাস্ট্রিনজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এর সঙ্গে গোলাপ জল মেশালেই ত্বকে শুষ্কতার সমস্যা দেখা দেয়।

এশেন্সিয়াল অয়েল ও গোলাপ জল: কখনও এশেন্সিয়াল অয়েলের সঙ্গে গোলাপ জল মেশাবেন না। এতে ত্বকের ক্ষতি হয়। বিশেষ করে যাঁদের সংবেদনশীল ত্বক, তাঁদের জন্য এর পার্শপ্রতিক্রিয়া মারাত্মক হতে পারে।

পাকা আম খেলেই হবে না মেখে নিন মুখেও

এই রসালো ফল শুধু খেলেই উপকার হয় না, মাখলেও দারুণ উপকার! হাঁ, ঠিকই পড়েছেন। রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাকা আমে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা খুব অল্প সময়েই ত্বকে ফেরাতে পারে জেল্লা। আম তো খান, কিন্তু জানেন কি এই রসালো ফল শুধু খেলেই উপকার হয় না, মাখলেও দারুণ উপকার! হাঁ, ঠিকই পড়েছেন। রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাকা আমে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা খুব অল্প সময়েই ত্বকে ফেরাতে পারে জেল্লা। রোদে পোড়া ত্বককে রাতারাতি সুন্দর করে তুলতে পারে পাকা আম। পাকা আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে মিনারেল, আন্টিঅক্সিডেন্ট। যা ত্বকের পক্ষে দারুণ উপকারি। তা কীভাবে মাখবেন পাকা আম? মাঝরাতে শ্রেয়ার বাড়িতে পৌঁছালেন সৃজিত, কী কাণ্ড ঘটল? পাকা আমের শাঁস, সামান্য মধু, সামান্য দুধ মিশিয়ে একটা ফেসপ্যাক তৈরি করে নিন। ২০ মিনিট সেটা লাগিয়ে রেখে, তারপর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিন। দেখবেন ত্বক নিমেষেই ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। পাকা আমের সঙ্গে আলোভেরা জেল ও গোলাপ জল মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করুন। শুষ্ক ত্বকের জন্য এই ফেসপাক দারুণ কাজ করে।

বুধবার আইটিআই টপারদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। ছবি নিজস্ব।

যুবিন গার্গের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল বাকসা, অভিযুক্তদের জেল হেফাজতের সময় ভয়াবহ বিক্ষোভ, পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

বাকসা, ১৫ অক্টোবরঃ জনপ্রিয় অসমিয়া গায়ক যুবিন গার্গের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে বাকসা জেলায়। আজ ১৫ অক্টোবর, অভিযুক্ত পাঁচজনকে আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের বিচারিক হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়ার পর যখন তাদের বাকসা জেলার মুশলপুর জেলা জেলে স্থানান্তর করা হচ্ছিল, তখন জেল চত্বরে ব্যাপক বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবের আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, যুবিন গার্গের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, তাঁর আত্মীয় ও বরখাস্তপ্রাপ্ত এপিএস অফিসার সন্দীপন গার্গ এবং দুই নিরাপত্তারক্ষী নন্দেশ্বর বরা ও পরেশ বৈশ্য। আদালতে শুনানির পর অসম সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট প্রদীপ কোঁৱৰ সাংবাদিকদের জানান, অভিযুক্তদের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আজ তাদের বিচারিক হেফাজতে পাঠানোর আদেশ দেয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। কোনও অভিযুক্ত এখনও পর্যন্ত জামিনের আবেদন করেননি বলেও তিনি জানান। অভিযুক্তদের জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় জেল গেটের বাইরে জড়ো হয় অসংখ্য যুবিন-অনুরাগী ও সাধারণ মানুষ, যারা 'বিচার চাই' স্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি চরমে পৌঁছায় যখন অভিযুক্তদের বহনকারী পুলিশ কনভয় জেল চত্বরে প্রবেশ করে তখনই উত্তেজিত জনতা কনভয়ের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। আদালতে শুনানির পর অসম সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট প্রদীপ কোঁৱৰ সাংবাদিকদের জানান, অভিযুক্তদের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আজ তাদের বিচারিক হেফাজতে পাঠানোর আদেশ দেয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। সংঘর্ষে বেশ কয়েকটি পুলিশ গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একটি পুলিশ ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ ঘটনার পর জেল চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রশাসন জানিয়েছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পরিবেশ থমথমে। অন্যদিকে, অ্যাডভোকেট কোঁৱৰ জানিয়েছেন, আদালত অভিযুক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে এবং তারা জেল ম্যানুয়াল অনুযায়ী সকল সুবিধা পাচ্ছেন। তবে, কোনও অতিরিক্ত সুবিধার বিষয়ে আদালত কোনও নির্দেশ দেয়নি। এদিকে, অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তর বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর একটি পৃথক মামলা থাকলেও এখনও পর্যন্ত ইডি তাঁর হেফাজতের আবেদন করেনি। অভিযুক্তদের রাজ্যের বাইরে স্থানান্তর নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে অ্যাডভোকেট কোঁৱৰ জানান, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি বা এসআইটিনেবে এবং তারা আদালতে আবেদন করলেই আদালত সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবে। উল্লেখ্য, ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সমুদ্রভ্রমণের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ৫২ বছর বয়সী শিল্পী যুবিন গার্গ। হাসপাতালে নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যায়নি। প্রথমে একে দুর্ঘটনা বলে মনে করা হলেও, পরে স্ত্রী গরিমা গার্গ ও অনুগামীদের পক্ষ থেকে হত্যা সন্দেহে অভিযোগ তোলা হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (ছজ্জ) গঠন করা হয় এবং তদন্তের ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অসমের সঙ্গীত জগতে এক অদম্য প্রতিভার অকাল প্রয়াণে রাজ্যজুড়ে শোক ও ক্ষোভের আবহ বিরাজ করছে। জনতা এখন নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে, এবং এই মামলার প্রতি রাজ্যের মানুষের নজর তীব্রভাবে নিবদ্ধ রয়েছে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন: মনোনয়ন পর্ব শুরু, এনডিএ ও গ্র্যান্ড আলায়েন্সের আসন ভাগাভাগিতে টানাপোড়েন, নজরে নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারি

পাটনা, ১৫ অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, তবে এনডিএ ও গ্র্যান্ড আলায়েন্স দুই প্রধান জোটের মধ্যেই আসন ভাগাভাগি নিয়ে জটিলতা তীব্র আকার ধারণ করেছে। এনডিএ-তে বিশেষ করে জেডিইউ ও এলজেপি (রামবিলাস)-এর মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় জেডিইউ এখনও সব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। অন্যদিকে, গ্র্যান্ড আলায়েন্সেও কংগ্রেসের কিছু আসন না ছাড়ার প্রবণতায় জোটসঙ্গীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, যার ফলে একাধিক আসনে ''বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা''র সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার প্রধান জিতন রাম মাঞ্জি ঘোষণা করেছেন, তাদের দল বোধগয়া ও মখদুমপুর আসনে প্রার্থী দেবে, যদিও সেই আসনগুলি বরাদ্দ হয়েছে এলজেপি (রামবিলাস)-এর জন্য। এই পরিস্থিতিতে জেডিইউ ও এলজেপি-র মধ্যে টানাপোড়েন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই জেডিইউ নেতা বিজেন্দ্রপ্রসাদ যাদব ও প্রাক্তন বিধায়ক অনন্ত সিং মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
গতকাল বিজেপি ৭১ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে ৫০ জন বর্তমান বিধায়ক রয়েছেন, এবং উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর নামও রয়েছে। এনডিএর অংশীদার এইচএএম তাদের ছয়টি বরাদ্দকৃত আসনের প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছে। জেডিইউ আজ তাদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে ৫৭ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে, যার মধ্যে চিরাগ পাসওয়ানের দাবি করা চারটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে শক্ত অবস্থান নিয়েছে দলটি।
জেডিইউ-র গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন সোনবরসা থেকে রতনেশ সাদা, মোরবা থেকে বিদ্যাসাগর নিশাদ, একমা থেকে ধুমাল সিং, এবং রাজগীর থেকে কৌশল কিশোর। এছাড়া, মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরী (সরাইরঞ্জন), নরেন্দ্র নারায়ণ যাদব (আলমনগর), নিরঞ্জন কুমার মেহতা (বিহারিগঞ্জ), রমেশ রিষি দেব (সিংহেশ্বর), কবিতা সাহা (মধেপুরা)), গনদেশ্বর শাহ (মহিসি), অতিরেক কুমার (কুশেশ্বরস্থান)-এর নামও তালিকায় রয়েছে।
অন্যদিকে, গ্র্যান্ড আলায়েন্সের প্রার্থী তালিকা আজ পাটনায় চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির দীর্ঘ বৈঠকে প্রার্থী তালিকা প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। কংগ্রেসের বিধানসভার দলনেতা শাকিল আহমেদ খান জানিয়েছেন, আসন ভাগাভাগি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। সিপিআই(এমএল) আরা, অরওয়াল, পালিগঞ্জ ও জিরাদেই-সহ বেশ কয়েকটি আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। সিপিআই ছয়টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে এবং বিএসপি ইতিমধ্যেই তাদের ৪০ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে।
নির্বাচনের আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ 'মেরা বুথ সবসে মজবুত' কর্মসূচির আওতায় বিহারের বুথস্তরের দলের কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হবেন। তিনি দলের কর্মীদের সমন্বিত প্রচারের ডাক দেবেন, যাতে এনডিএ আবারও রাজ্যে জয়লাভ করতে পারে।
এদিকে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে টাকার প্রভাব রুখতে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। রাজ্য পুলিশ, আবগারি দফতর, আয়কর বিভাগ, ডিআরআই, কাস্টমস ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে। ৬ অক্টোবর নির্বাচনের ঘোষণা পর থেকে প্রায় ৩৪ কোটি টাকার নগদ, মদ, মাদক ও উপহারসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।কমিশন জানিয়েছে, ফ্লাইং স্কোয়াড, সার্ভেইলেন্স টিম ও ভিডিও টিম ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে, যাতে ভোটারদের প্রভাবিত করতে কোনও আর্থিক প্রলোভন বা অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ করা যায়। সাধারণ মানুষও সি-ভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন জোর দিয়ে বলেছে, কোনও সাধারণ নাগরিক যেন এই তল্লাশির সময় হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে।
উল্লেখ্য, বিহারে ২৪৩টি আসনে নির্বাচন ৬ ও ১১ নভেম্বর, দুই দফায় অনুষ্ঠিত হবে, এবং ফলাফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর। পাশাপাশি, বিজেপি জম্মু-কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানার আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে বুদগাম থেকে আগা সৈয়দ মহসিন এবং নাগরোটা থেকে দেবযানী রানা, ঝাড়খণ্ডে ঘাটশিলায় বাবুলাল সোরেন, ওড়িশার নুয়াপাড়ায় জয় ঢোলাকিয়া এবং তেলেঙ্গানার জুবিলি হিলস থেকে লঙ্কালা দীপক রেড্ডি বিজেপির প্রার্থী হবেন।বিহার নির্বাচনের দিকে সারা দেশের নজর থাকলেও, আসন ভাগাভাগি, প্রার্থী বাছাই এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপরেই অনেকটা নির্ভর করছে এবারের রাজনৈতিক সমীকরণ।

কারুরে পদদলনের ঘটনায় ৪১ জনের মৃত্যু: অভিনেতা বিজয় ও টিভিকে-কে তীব্র আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের, সিবিআই তদন্তে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

চেন্নাই, ১৫ অক্টোবর: গত ২৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কারুরে একটি রাজনৈতিক সমাবেশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ পদদলনের ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে চরম রাজনৈতিক টানাপোড়েন। বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় এবং তাঁর রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম-কে। তিনি দাবি করেন, ওই সমাবেশে সংগঠনের চরম সময়সূচি বিভ্রাট, নিরাপত্তার ঘাটতি ও অব্যবস্থাপনাই ৪১ জনের প্রাণহানির কারণ।স্টালিন জানান, পুলিশের কাছে প্রথমে জানানো হয়েছিল যে অনুষ্ঠানটি বিকেল ৩টা থেকে ৫ ঘণ্টা চলবে। পরে হঠাৎ জানানো হয়, বিজয় দুপুর ১২টায় উপস্থিত হবেন, ফলে পুলিশ বাহিনীর মোতায়েন পরিকল্পনায় বড় পরিবর্তন আনতে হয়। কিন্তু বাস্তবে বিজয় ৭ ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছন, তখন ইতিমধ্যে বিশাল ভিড় জমে যায় এবং তার গাড়িও আটকে পড়ে ভিড়ের মধ্যে।এই পরিস্থিতিতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে পদদলনের ঘটনা ঘটে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, টিভিকে মঞ্চস্থ সমাবেশে প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার যেমন পানীয় জল, মহিলা শৌচালয় ইত্যাদির ঘাটতি ছিল, এবং আহতদের উদ্ধার করতে গেলে দু'জন অ্যাম্বুলেন্স চালককে টিভিকে কর্মীরা মারধর করে। তাঁদের অ্যাম্বুলেন্সও ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করেছে। টিভিকে এবং বিজয় দাবি করেন, রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে আরও বিভ্রান্তি তৈরি করে। এর জবাবে স্টালিন বলেন, পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ না হয়, তাই জেনারেটর বন্ধ করা হয়েছিল নিরাপত্তার কারণে। তিনি জানান, লাইটহাউস কর্নার ও উঝাভার মার্কেটে সমাবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া হলেও, সেই এলাকাগুলি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় কারুর মাঠে সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, তাও ১১টি শর্তসাপেক্ষে।এই পরিস্থিতিতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে পদদলনের ঘটনা ঘটে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, টিভিকে মঞ্চস্থ সমাবেশে প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার যেমন পানীয় জল, মহিলা শৌচালয় ইত্যাদির ঘাটতি ছিল, এবং আহতদের উদ্ধার করতে গেলে দু'জন অ্যাম্বুলেন্স চালককে টিভিকে কর্মীরা মারধর করে। স্টালিন জানান, পুলিশের কাছে অনুমান ছিল ১০,০০০ জনের ভিড় হবে, তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে ২০,০০০ মানুষের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ২৫,০০০-র বেশি লোক জড়ো হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ব্যারিকেড ভেঙে যায়। তিনি বলেন, সমস্ত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ভিড়ে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি।তিনি দাবি করেন, ওই সমাবেশে সংগঠনের চরম সময়সূচি বিভ্রাট, নিরাপত্তার ঘাটতি ও অব্যবস্থাপনাই ৪১ জনের প্রাণহানির কারণ।অন্যদিকে, এনডিএ-র আট সদস্যের এক তদন্ত কমিটি এই ঘটনাকে 'সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যর্থতা' বলে বর্ণনা করেছে এবং রাজ্য সরকারকেও দোষারোপ করেছে। বিজয় এবং টিভিকে দাবি করেছেন, এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল এবং মুখ্যমন্ত্রী স্টালিন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচনের আগে প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলতে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছেন।এদিকে, সুপ্রিম কোর্ট এই পদদলনের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই-কে। এই তদন্ত পর্যবেক্ষণ করবেন প্রাক্তন বিচারপতি অজয় রাস্তোগি-র নেতৃত্বে গঠিত একটি তিন সদস্যের কমিটি। টিভিকে এই সিবিআই তদন্তকে স্বাগত জানিয়েছে। এখন পর্যন্ত টিভিকে-এর দুইজন শীর্ষস্থানীয় নেতা সাধারণ সম্পাদক এন 'বাসি' আনন্দ এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্মল শেখর-এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে এবং দু'জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তামিলনাড়ু রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ চড়ছে, এবং আগামী নির্বাচনের আগে এই বিতর্ক নতুন মোড় নিতে চলেছে বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

WALK IN-INTERVIEW

A Walk in Interview will be held in Iswar Chandra Vidyasagar College, Belonia, South District, Tripura on 18/10/2025 from 11.00 AM onwards for temporary engagement of Guest/ Visiting Lecturer for academic session 2025-2026 for the following subjects:
Bengali, English, Sanskrit, Kokborok, History, Education, Physical Education, Philosophy, Political Science, Geography, Economics, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology, Commerce (Business Law, Entrepreneurship), Computer Science, Environmental science, NCC(Preferably C Certificate holder along with master degree in any subject) NSS(Special camp, awarded certificate holder for social work along with master degree in any subject), Management (Preferably Tourism), Mushroom Biology and production (Eligibility criteria M.Sc. in Biological Sciences/Botany/Plant Pathology/Agriculture/Horticulture/Microbiology With specialization in Mycology/Mushroom Biology Or Minimum having completed any certificate course in Mushroom Biology and Production)
Remuneration for each class of 45 minutes duration will be Rs. 500/- (Five Hundred) only. Interested candidates having requisite qualifications may appear before the interview board with all the relevant original certificates along with brief bio-data, self-attested photocopies of all relevant documents, & an application in plain paper. No TA/DA will be provided for appearing the interview.
Qualifications:
1. At least 55% marks in Master Degree level in the relevant subject.
2. Relaxation of 5 % marks in case of SC/ST/ PH Candidates.
3. Preferences will be given to NET/SLET/Ph.D. candidates.
4. Engagement will be made on merit basis and maintaining the reservation policy of the State Govt. NB-All existing guest lecturers have to be appearing in an interview board like a new candidate with an application in a plain paper with a set of attested photocopies of updates all documents. Tenure of engagement will be purely temporary and depended on the needs of the college.

Dr. Monoranjan Das)
Principal,
Iswar Chandra Vidyasagar College,
Belonia, South District, Tripura

ICA/D-1136/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 20/EE-V/AGT/PWD/ 2025-26, Dt: 13/10/2025.
The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 PM. on 21/10/2025 for the following work:

Sl No.	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	90/SE-II/ PWD(R&B)/2025-26	96,69,518.00	1,93,390.00	120 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2587/25

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 22/EE/SNM/PWD/ 2025-26, Dt: 14/10/2025
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 21/10/2025 for the following work:

Sl No.	(DNIe-T No.)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	117/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	24,20,994.00	48,420.00	60 Days
2	118/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	24,26,605.00	48,532.00	60 Days
3	119/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	24,09,323.00	48,186.00	60 Days
4	120/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	24,09,835.00	48,197.00	60 Days
5	121/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	24,10,389.00	48,208.00	60 Days
6	122/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	24,24,089.00	48,482.00	60 Days
7	123/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	24,23,409.00	48,468.00	60 Days
8	124/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	24,15,541.00	48,311.00	60 Days
9	125/EE/SNM/ PWD(R&B)/2025-26	23,18,405.00	46,368.00	60 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2580/25

(Er. Dhananjay Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

Corrigendum
Name of Work: "Construction of pedestrian zone, sitting arrangement and installation of Giant screen (For mythological show) for elderly persons by both sides of road from K.N.Road tri-junction to Pabiacharra Class XII School in Kumarghat under the scheme for Special Assistant to States for Capital Investment 2024-25
Tender ID: 2025_TUDA_65917_1
PNIET No: 63/EE/TUDA/2024-25 ;Dt.23.09.2025
DNIet No: 50/CE/CP/EE/TUDA/2025-26 ;Dt.08.09.2025
Please read this file number 1(66)-TUDA/Project/2025, instead of the file number 1(55)/EE/TUDA/2024-25 and also read this PNIet No: 63/EE/TUDA/2024- 25, dt 23/09/2025, instead of the PNIeT no: 63/EE/TUDA/2025-26, dt 23/06/2025.
This is for information to all concern.

ICA/C-2576/25

(Er. N. K. Jamatia)
Executive Engineer-I
Tripura Urban Planning & Development Authority
Agartala, Tripura (W)

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্নাটকের কোপ্পালের মেথাগল গ্রামে কৃষি প্রশিক্ষণ ও সাধারণ সুবিধা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন

কোপ্পাল, ১৫ অক্টোবর: আজ উত্তর কর্নাটকের কোপ্পাল জেলার মেথাগল গ্রামে কৃষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সংসদ সদস্য এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প এর অর্থ সহায়তায় এবং নাবার্ডের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই কৃষক প্রশিক্ষণ ও সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসার ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে কৃষক উৎপাদক সংস্থাগুলিকে সহায়তা করবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, এই কেন্দ্রটি বছরে প্রায় ৮৪০ মেট্রিক টন আম ও ৬০০ মেট্রিক টন পেঁপে প্রক্রিয়াকরণ করতে সক্ষম। এখান থেকে শুকনো গুঁড়ো, রস এবং পাল্প প্রস্তুত করা যাবে, যেগুলির এফএসএসএআই অনুমোদন রয়েছে, ফলে শহরের বাজারে এই পণ্যগুলির সহজ প্রবেশাধিকার থাকবে।
মন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্প কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন ঘটিয়ে কৃষকদের আর্থিক লাভ নিশ্চিত করবে। কৃষকদের জন্য সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি জানান, জিএসটি সংস্কারের ফলে ট্রাক্টর, টিলার, কৃষিযন্ত্র, জৈব কীটনাশক, সার ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস-এর উপর কর ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ বা শূন্য করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে চালু হওয়া ''ধান-ধন্য কৃষি যোজনা'' কৃষকদের উচ্চ মানের বীজ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, বাজারে প্রবেশাধিকার, জল সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে।এই কেন্দ্রের মাধ্যমে কোপ্পাল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষকদের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল, যা ভবিষ্যতে দেশের কৃষি উন্নয়নের মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে।

বুধবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে শারদ সম্মান ২০২৫ উপলক্ষ্যে এক গুরুত্বপূণ' বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

সাব্রুম কলেজে এনএসএস-এর উদ্যোগে রেড রান অনুষ্ঠিত এইচআইভি/এইডস সচেতনতায় অংশ নিলেন ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৫ অক্টোবর: সাব্রুম কলেজে এনএসএস-এর উদ্যোগে রেড রান অনুষ্ঠিত হয় আজ। এইচআইভি/এইডস সচেতনতায় এদিন অংশ নিলেন ছাত্রছাত্রীরা। এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে অনুষ্ঠিত হলো রেড রান ম্যারাথন। জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ও রেড রিবন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে, সিএমও বিলোনিয়ার সহযোগিতায় আয়োজিত এই দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয় কলেজের মূল ফটক থেকে এবং শেষ হয় সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের প্রধান ফটকে।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাব্রুম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এসডিএফও কমল ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ড. অরূপ পাটারীসহ অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবকসহ কলেজের বহু ছাত্রছাত্রী। ছেলেদের বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে প্রনয়ন ত্রিপুরা, দীপক ত্রিপুরা এবং সঞ্জীত ত্রিপুরা। অন্যদিকে, মেয়েদের মধ্যে অঞ্জলি দে, তুলসী দে ও পুষ্পা বিশ্বাস প্রথম তিন স্থানে স্থান করে নেন। বিজয়ীদের হাতে যথাক্রমে ১০০০, ৭০০ ও ৫০০ টাকার পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

অতিথিরা জানান, "রেড রান" হলো একটি প্রতীকী ইভেন্ট, যা মূলত "রেড আন্ডি রান" নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এর মূল উদ্দেশ্য এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সাধারণ মানুষ, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার দূর করা।

বক্তারা এও বলেন, সচেতনতাই যুব সমাজকে রক্ষা করতে পারে। কলেজের এই উদ্যোগের মাধ্যমে যে সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় বলে মত প্রকাশ করেন অতিথিরা।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতকে আত্মনির্ভর করার জন্য তরুণ সমাজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে: শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতকে আত্মনির্ভর করার জন্য তরুণ সমাজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে। এতে দেশ তথা সমাজ উপকৃত হবে। আজ ইন্দ্রনগরে অবস্থিত মহিলা আইটিআই কলেজের কনফারেন্স হলে আয়োজিত "কৌশল দিখশান্ত সমারোহে" প্রধান অতিথির ভাষণে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই সমারোহে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মোট ১৯টি আইটিআইকে আরও উন্নত করতে দপ্তর প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। আগামী দিনেও দপ্তর এই ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে। এবছর রাজ্য থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ১৪ জন ছাত্রছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, আগামী দিনে অন্যান্য যুবক-যুবতীরা তাদের দেখে উৎসাহিত হবেন এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হবেন।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে সফল ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান। আগামী দিনে দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। স্বাগত ভাষণে দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সুভাষ দাস বলেন, এআইটিটি ২০২৫-এ সারা রাজ্য থেকে ক্র্যাফটসম্যান ট্রেইনিং স্কিমে ১,২৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী পাশ করেন। এর মধ্যে রাজ্যস্তরের সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ১৪ জনকে আজ এই অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশাখা সরকারের মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন দিল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি জিরানিয়া মহকুমা কমিটি

আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: চার দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর গতকাল বিকেলে বিশাখা সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার হয় কালী টিলার জঙ্গল থেকে। পরিবারসহ এলাকাবাসীর দাবি বিশাখা সরকার কে খুন করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি জিরানিয়া মহাকুমা কমিটির উদ্যোগে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে। এই ঘটনার সঠিক তদন্তমূলে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তের দাবি জানিয়েছেন গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রীরা।

উল্লেখ্য, গত ১১ অক্টোবর সকালে আরকে নগর এলাকার কালীটিলা এলাকার শ্রমজীবী মহিলা কর্মী বিশাখা সরকার(৩২) কে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে এলাকায়ই লক্ষ্মী বিশ্বাস মালিকের বাড়িতে যান। সেখানে হাত পা বেঁধে মারধর করা হয় তাকে। এরপর থেকে বিশাখা সরকারের খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন জায়গায় অনেক খোঁজ করেও পরিবারের লোকজন এবং এলাকাবাসী বিশাখা সরকারকে উদ্ধার করতে পারেনি। পরে গতকাল তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঝুলন্ত অবস্থায়। ঘটনার মূল অভিযুক্ত লক্ষ্মী বিশ্বাস এখনো পলাতক।

বিদ্যুতের হুকলাইনের তার ছিঁড়ে গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যু, অভিযুক্ত গোপাল দাসকে গণধোলাইয়ের পর গ্রেপ্তার

চড়িলাম, প্রতিনিধি, ১৫ অক্টোবর।। আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: আজ সকালে কড়ুইমুড়া তেবাড়িয়া এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বিদ্যুতের হুক লাইনের তার ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ হুকলাইন ব্যবহারকারী গোপাল দাসকে আমজনতা গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কড়ুইমুড়া তেবাড়িয়ার বাসিন্দা অঞ্জলি সরকারের বাড়ির উপর দিয়ে ব্যবহার করে আসছিল গোপাল দাস নামে এক ব্যক্তি। আজ সকালে অঞ্জলি দেবী প্রতিদিনের মতো বাড়ির সামনে কাজ করছিলেন। ঠিক সেই সময় উপর দিয়ে যাওয়া হুক লাইনের একটি পুরোনো ও জীর্ণ তার ছিঁড়ে আচমকা তার গায়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি করে তাঁকে উদ্ধার করে কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই গোপাল দাস হুক লাইনের ব্যবহার করে আসছিল। তাকে অনেকবার বারণ করার পরও সে হুকলাইন ব্যবহার করছিল।

এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা গোপাল দাসের বাড়িতে হামলা চালায়। প্রথমে তাঁকে গণধোলাই দেয়, পরে তাঁর বসতবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও নদী থেকে জল এনে আগুন নেভানোর কাজ করতে হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও টিএসআর জওয়ানরা। বিশালগড়ের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, মহিলা থানার ওসি এবং ডিসিএম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত গোপাল দাসকে আটক করা হয়েছে এবং আগামীকাল সকালে আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, "অগ্নিসংযোগ ও গণধোলাইয়ে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি হুকলাইন ব্যবহারের বিষয়েও তদন্ত চলছে।" অঞ্জলি সরকার মৃত্যুকালে এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তেলিয়ামুড়ার গামাইবাড়িতে জমি সংক্রান্ত বিবাদে হামলার অভিযোগ বিজেপি নেতা ও ক্লাব সদস্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের, এলাকায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ অক্টোবর: তেলিয়ামুড়া মহকুমার গামাইবাড়ি এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় বিজেপি নেতা ও দেবদূত ক্লাবের সদস্যরা খাস জমিতে জোরপূর্বক দখলদারির চেষ্টা চালানোর সময় একদল গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় সঞ্জিত সরকারসহ পাঁচটি পরিবারের সদস্যরা আহত হন।

ঘটনার পর আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, দেবদূত ক্লাবের একদল যুবক, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি বুথ সভাপতি সঞ্জয় সরকার ও ক্লাব সম্পাদক পবিত্র সরকার, তারা বুধবার সকালে খাস জমিতে বেআইনি দখলদারির উদ্দেশ্যে আসে। প্রতিবাদ করতে গেলে সঞ্জিত সরকারের বাড়িসহ আশেপাশের চারটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও হুজ্জুতি চালানো হয়।

এই ঘটনায় গামাইবাড়ি এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রান্ত পরিবারগুলোর অভিযোগ, "আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। প্রশাসন যেন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।"

সঞ্জিত সরকার তেলিয়ামুড়া থানায় মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্জয় সরকার, পবিত্র সরকার, গোবিন্দ রায়, লব রায়, কোশ রায়, বিশ্বজিৎ রায়, সুজিত সূত্রধর, দীপক সূত্রধর, সুকুমার রায়, রাজকুমার চৌধুরী এবং আরও এক-দুজন স্থানীয় যুবক।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ হাতে পাওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকায় বর্তমানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ঘটনাটি কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হওয়ায় রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খোয়াইয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে সীমান্তে সংঘর্ষে তিন বাংলাদেশি নিহত, আহত দুই ভারতীয় গ্রামবাসী, তদন্ত শুরু পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ অক্টোবর: ত্রিপুরার খোয়াই জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এক গ্রামে বুধবার ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনায় তিনজন অজ্ঞাতপরিচয় বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছেন। নিহতরা গবাদি পশু চোরাকারবারির সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুই ভারতীয় গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খোয়াই জেলার চাম্পাহাওর থানার অন্তর্গত বিদ্যাবিল গ্রামের দুই বাসিন্দা সকালে সীমান্ত সংলগ্ন একটি রাবার বাগানে কাজ করতে যান। সেখানে তারা তিনজন সন্দেহভাজন বাংলাদেশিকে লুকিয়ে থাকতে দেখতে পান। সন্দেহজনক আচরণ দেখে স্থানীয়রা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওই তিনজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে, ফলে দুই গ্রামবাসী আহত হন।

আহতরা কোনোভাবে পালিয়ে গিয়ে গ্রামে পৌঁছে ঘটনার কথা জানান। এরপর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা দল বেঁধে সীমান্ত এলাকায় ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তারা তিন বাংলাদেশিকে ধরে ফেলে এবং সংঘর্ষের মধ্যে তাঁদের কুপিয়ে হত্যা করে বলে জানা গেছে।

খবর পেয়ে চাম্পাহাওর থানার পুলিশ ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। আহত দুই ভারতীয় নাগরিককে বেহেলাবাড়ি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খোয়াই জেলা পুলিশের এক উর্ধতন কর্মকর্তা জানান, "পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন সিনিয়র অফিসাররা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।"

উদয়পুরে নির্মাণ শ্রমিকদের সঙ্গে বোলারো পিকআপ দুর্ঘটনা একজন নিহত, ২৪ আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ অক্টোবর: গতকাল রাতে উদয়পুরের গঙ্গাছড়া এলাকায় একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। অমরপুর শিলাছড়ি থেকে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একটি বোলারো পিকআপ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়িটিতে ২৫ জন উপজাতি নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দেবতা মুরাকুইফা এলাকায় পিকআপ গাড়িটি শ্রমিকদের নিয়ে চড়ার সময় ভার বহনের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঢালাইয়ের কাজে যুক্ত ২৫ জন শ্রমিকের মধ্যে মালতি ঠাকুর দেববর্মা নামের এক মহিলা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। বাকি ২৪ জন শ্রমিককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এর মধ্যে ১০ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং ১১ জন এখনও তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনা রাত প্রায় দুইটায় ঘটে। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় জনগণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। নিহত মালতি ঠাকুর দেববর্মার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার নিকট আত্মীয়ের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে খবর পেয়ে উদয়পুর মহকুমার সিপিআই(এম) বিভাগের সদস্য দিলীপ দত্ত এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ সাহা রাতেই গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের খোঁজখবর নেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত এবং বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে আহত শ্রমিকদের খোঁজখবর নেন।

এই দুর্ঘটনার খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাছড়া এলাকা এবং উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয়রা দুর্ঘটনার জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব ও ভারি পিকআপ ব্যবহারের কারণে এটি ঘটতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কুমারঘাটে ইঞ্জিনিয়ারের উপর হামলার প্রতিবাদে অল ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটেশন প্রদান

কুমারঘাট, ১৫ অক্টোবর: ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের কুমারঘাট সাব-ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রনজয় দেববর্মার উপর হামলার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আজ অল ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। ডেপুটেশন প্রদানকালে অল ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সূর্য্য কুমার দেববর্মা, সম্পাদক সত্যব্রত দাস, ঊনকোটি জেলা সভাপতি সিদ্ধার্থ কুমার দেব, জেলা সম্পাদক সঞ্জয় পাল প্রমুখ নেতৃত্ব দেন এই ডেপুটেশনে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া বিবৃতিতে নেতারা জানান, এই বর্বরোচিত হামলার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দোষীদের অবিলম্বে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হব।

ডেপুটেশন গ্রহণ করে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক আশ্বাস দিয়েছেন, হামলার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার সমাজের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী দিনে আরও কর্মসূচি গ্রহণ করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

মেয়াদ শেষ, পদত্যাগ দুর্গা চৌমুহনী বাজার কমিটির, নতুন কমিটি গঠনের দাবি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: আগরতলা শহরের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র দুর্গা চৌমুহনী বাজারে প্রশাসনিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বাজার পরিচালনাকারী ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বুধবার কমিটির সমস্ত সদস্যই পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাপস ঘোষের নেতৃত্বে নির্বাচিত হয়েছিল দুর্গা চৌমুহনী বাজার কমিটি। সেই সময় থেকে দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তাপস ঘোষ সম্পাদক হিসেবে বাজার কমিটির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। দীর্ঘদিন পর এই কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন কমিটির সভাপতি, সম্পাদকসহ সকল সদস্য। এতে বাজার পরিচালনায় সাময়িক অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখন নজর পুর নিগমের দিকে মেয়র দীপক মজুমদার কি অস্থায়ীভাবে নতুন একটি পরিচালন কমিটি গঠন করবেন, নাকি শীঘ্রই নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেবেন, তা নিয়েই জল্পনা চলছে। এদিকে দুর্গা চৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ী সংগঠনের একাংশ জানিয়েছেন, অবিলম্বে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন বাজার কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। তাদের বক্তব্য, "হরিনাম সংকীর্তন ও আসন্ন উৎসবের সময় বাজার পরিচালনায় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য দ্রুত নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।" বর্তমানে ব্যবসায়ী ও স্থানীয় ক্রেতাদের নজর এখন পুর নিগম প্রশাসনের সিদ্ধান্তের দিকে।

দাবি বাস্তবায়িত

● প্রথম পাতার পর

উত্তর-পূর্বে ত্রিপুরা ব্যতীত, ভূমি অধিকার এডিসিরই রয়েছে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নয়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। যদি তিপ্রাসা চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়িত না হয়, তিপ্রাসাদের অধিকার সুনিশ্চিত না করে হয়, তবে দল থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবে তিপ্রা মথা, এদিন সাথ জানিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। যদিও শরিক দলের এহেন বক্তব্যে শাসক দলের তরফে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়েছে।

বিকশিত ত্রিপুরার

● প্রথম পাতার পর

স্থাপন, অগর বোর্ড ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা, ঐতিহ্যবাহী উনকোটি স্থানের টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সব প্রস্তাব শুনেছেন এবং রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেছেন। এই সাক্ষাৎকে রাজ্য রাজনীতির মহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য এক ইতিবাচক ও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বরখাস্তের দাবি

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য মন্ত্রীদেরও জড়িত থাকার কথা বলেছেন। অথচ সরকার সম্পূর্ণ নীরব। এটা শুধু দুর্নীতির স্বীকৃতি নয়, সরকারের নৈতিক দেউলিয়াপনাও স্পষ্ট করছে।

চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, মন্ত্রী সুধাংশু দাস ও তাঁর পরিবারের ২০১৮ সালের পূর্বে বি.পি.এল তালিকাভুক্ত থাকার পরেও বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের নামে-বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছে। তা সত্ত্বেও না রাজ্য সরকার, না কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি (ইডি, সিবিআই, আইটি) কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সাফ অভিযোগ, এ যেন পুরো বিজেপি সরকারটাই একটা 'ওয়াশিং মেশিন'-এ পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া শুধু দুর্নীতিকে প্রশ্রয় নয়, তা সংবিধানকেও অসম্মান করা।

তাঁর দাবি, অবিলম্বে মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও একইভাবে তদন্ত চালিয়ে দোষী প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

উদয়পুরে রেড রান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ অক্টোবর: মঙ্গলবার উদয়পুর রমেশ চৌমুহনী থেকে জামজুরি স্কুল পর্যন্ত যাওয়া এবং আশায় দশ কিলোমিটার রেড রান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে এই রেড রান প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল এইডসকন্টোল অর্গানাইজেশন এবং ত্রিপুরা এইডসকন্টোল সোসাইটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় ,উদয়পুর চীফ মেডিকেল অফিস এবং যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রেড রান প্রতিযোগিতা। গোমতী জেলাভিত্তিক এই রেড রান প্রতিযোগিতায় বয়েজ এবং গার্লস মোট দুটো বিভাগে দুই শতাধিক প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিনী রেড রান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার শুরুর তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দেবল দেব রায়, উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পিপি) সুভাষ আচার্জী, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়, চিফ মেডিকেল অফিসার কমল রিয়াল, ডেপুটি ডিরেক্টর যুব ক্রীড়া দপ্তরের মনজিত বাগচি, মেডিকেল অফিসার ডা:সৌমিক চক্রবর্তী, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডা: মিতা ব্যানার্জি, ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (আই ই সি- ইনফরমেশন এডুকেশন কমিউনিকেশন অফিসার) এবং অঞ্জলি সিং এবং ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটি (এস আই স্ট্যাটেজিক ইনফরমেশন অফিসার)মনিশ আচার্জী সহ যুবক ক্রীড়া দপ্তর এবং চিফ মেডিকেল অফিসের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

স্ত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় প্রায়ই মেয়েকে মারধর করত। তিনি জানান, বিয়ের সময় সাধ্যমতো সব কিছু দিয়েছিলেন। মেয়েকে বিএড পড়াচ্ছিলেন, চাকরির খোঁজও চলছিল। কিন্তু জামাই প্রায়ই নেশা করে ঝামেলা করত। তাই জামাতাই মেয়েকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ মৃতার বাবার।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও দেবাঞ্জলি রায়। এদিকে, সাবনূর বেগমের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া ও চাঞ্চল্য। পুলিশ ইতিমধ্যেই স্বামী হাসান চৌধুরীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এই মৃত্যুর পেছনে আত্মহত্যা না খুনতা নিয়ে এখন তদন্তে নেমেছে উদয়পুর থানা পুলিশ।

রাজ্যে আরও উন্নত

● প্রথম পাতার পর

নিয়েছে, যা নয়া দিল্লির এইমসের মডেলে গড়ে তোলা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এআইআইএমএস একটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান, যা মেডিকেল এডুকেশন, গবেষণা ও উন্নত রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার জন্য সুপরিচিত।

তিনি আরও যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ও এআইআইএমএস, নয়া দিল্লির মধ্যে এই সহযোগিতা রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণমান ও পরিসর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এইমস দিল্লীর ডিরেক্টর ড. এম. শ্রীনিবাস এবং ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

বঙ্গের বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

বিপ্লব কুমার দেব।

হাসপাতালে পৌঁছে তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শমীক ভট্টাচার্য্যের স্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়ে অবগত হন। পরে তিনি জানান, শমীকদার শারীরিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেকটাই স্থিতিশীল। আমরা সকলেই ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

বিপ্লব দেব আরও বলেন, আমি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর চরণে প্রার্থনা করেছি, যেন শমীকদা খুব তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন।

ক্লাব সমাজের

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, বিচারকদেরও থাকে। কিন্তু একটি ক্লাব কেবল উৎসবের স্থান নয়এটি সমাজের দর্পণ। এটি সমাজের মূল্যবোধ, শক্তি ও ঐক্যের প্রতিফলন হওয়া উচিত।

তিনি ক্লাবগুলোকে শুধুমাত্র উৎসবকালীন নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সামাজিক দুর্দশার সময়ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন মানবিকতা ও শ্রদ্ধা শুধুমাত্র উৎসবের সময় নয়, সারাবছর থাকা উচিত। ক্লাবগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠবে তখনই, যখন তারা সংকটকালে মানুষের পাশে থাকবে।

তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নেওয়ার ওপরও গুরুত্ব দেন এবং বলেন একটি সমাজকে সুস্থভাবে পরিচালনা করতে হলে, ক্লাবগুলিকে অভিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে.

অন্তর্নিহিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বলেন, জীবন একটি খাতাএর প্রথম পৃষ্ঠা জন্ম এবং শেষ পৃষ্ঠা মৃত্যু, যা ঈশ্বর লিখে দিয়েছেন। মাঝের পাতাগুলো খালি থাকে, আর সেগুলোকে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও মানবিকতার শব্দে পূর্ণ করতে হবে।

মন্ত্রী ক্লাবগুলিকে মাদক বিরোধী সচেতনতা ও বাল্যবিবাহ রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আহ্বান জানান। তিনি পরামর্শ দেন, ক্লাবগুলি যেন নাটক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করে।

তিনি আরো বলনে মানুষের দুঃসময়ে সহানুভূতি নিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে, ঐক্য ও মানবতার বার্তা ছড়াতে হবে। যখন মানুষ দেখবে ক্লাব তাদের জন্য কাজ করছে, তখন সেই ক্লাবের সুনাম সুবাসের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শেষে পুনরায় মনে করিয়ে দেন, ক্লাব হলো সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই উৎসব ছাড়াও সারাবছর সমাজ উন্নয়ন ও সুরক্ষায় তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

জমি সংক্রান্ত বিবাদে

● প্রথম পাতার পর

আহতদের মধ্যে রয়েছেন মনোরঞ্জন দেববর্মা, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা মনোরঞ্জন দেববর্মার সঙ্গে প্রতিবেশী সঞ্জিত দেববর্মা ও ননী দেববর্মার মধ্যে পূর্বে একটি জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মীমাংসা করা হয় এবং উভয় পক্ষের জমির সীমানা নির্ধারণ করে খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বুধবার সকালে মনোরঞ্জন দেববর্মা নিজের জমিতে সীমানার বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করলে হঠাৎ প্রতিবেশী সঞ্জিত দেববর্মা, ননী দেববর্মা, সুনীল দেববর্মা, সুকুমার দেববর্মা, প্রবাদ দেববর্মা ও পঙ্কজ দেববর্মা একত্রিত হয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ।

এই হামলায় মনোরঞ্জন দেববর্মা, তাঁর স্ত্রী মধুমতি দেববর্মা, ছেলে সমীর দেববর্মা, আত্মীয় হেলেন দেববর্মা, মেদিনী দেববর্মা, সপ্না দেববর্মা ও রেখা দেববর্মা আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হামলাকারীরা মহিলাদের ওপরও অশালীন আচরণ ও শারীরিক নিগ্রহ চালায়।

মনোরঞ্জন দেববর্মার গলায় গুরুতর আঘাত লাগে, আর তাঁর ছেলে সমীর দেববর্মার মাথা ফেটে যায়। বর্তমানে তাঁরা বাড়িতে চিকিৎসাধীন। আহত পরিবারের পক্ষ থেকে মনোরঞ্জন দেববর্মার ছেলে কমল দেববর্মা কৈলাশহর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন, যেখানে অভিযুক্তদের নামধাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কমল দেববর্মা বলেন, "আমরা ন্যায়বিচার চাই। দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে।" তিনি আরও জানান, এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী, জেলা পুলিশ সুপার এবং কৈলাশহর মহিলা থানার কর্তৃপক্ষের কাছেও লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়েছে। এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

াঙ্গন

সিনিয়র মহিলা টি-২০ প্লেট বিভাগের ফাইনালে আগামীকাল সিকিম-নাগাল্যান্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিকিম গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় শীর্ষস্থান পেয়ে নাগাল্যান্ড দল যও ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আজ বুধবার আগরতলার দুই মাঠে তিনটি ম্যাচ সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ট্রফি প্লেট বিভাগের গ্রুপ লীগের খেলা শেষ হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সিকিম ৪০ রানের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সিকিম নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান সংগ্রহ করলে জবাবে অরুণাচল প্রদেশ ৫ উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী দলের সময়িতা সর্বাধিক ৪৭ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। বেলা ১১ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে অপর ম্যাচে নাগাল্যান্ড আট উইকেটের ব্যবধানে মনিপুরকে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট ছিনিয়ে নিয়েছে। মনিপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত ২০ ওভারে নয় উইকেটে ৭৪ রান সংগ্রহ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে নাগাল্যান্ড ১৪.৫ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের ওয়াতাদে অপরাজিত ভূমিকায় ৩৭ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। পিটিএজি-তে বেলা সাড়ে বারোটায় অপর খেলায় মিজোরাম বারো রানের ব্যবধানে মেঘালয়কে পরাজিত করেছে। ৬ দলীয় গ্রুপে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে মিজোরামকে এবারের মতো লীগ শেষ করতে হয়েছে।

ভিনু মানকর : চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে ছত্তিশগড়েও বিধ্বস্ত রাজ্যের যুবা ক্রিকেটাররা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চারটি ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে ত্রিপুরার যুবা ক্রিকেটারদের। শান্তনার জয়ও জুটেনি এখনও। গ্রুপ লিগে অর্থাৎ এলিট ডি বিভাগে ত্রিপুরা দলের আর একটিমাত্র ম্যাচ বাকি। সেটি চন্ডিগড় এর বিরুদ্ধে হবে আগামী ১৭ অক্টোবর। আগামী বছর ত্রিপুরা দলের সামনে এলিট গ্রুপের তকমা থাকবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আজ বুধবার চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ২৬৫ রানের ব্যবধানে এতটাই ন্যাক্কারজনকভাবে হারবে অনেকেই ভাবেননি। রাজ্য দলের ব্যাটার্সরা যেন আজ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। খেলা অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেট তথা ভিনু মানকর ট্রফি এলিট ডি গ্রুপের। দেরাদুনে মহারানা প্রতাপ কলেজ গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ছত্তিশগড় প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৪১ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার বালাজি রাওয়ের ১০৪ রান এবং ফইজ খানের অপরাজিত ৯১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বালাজি ১৩০ গোল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৪ রান পায়। ফইজ খান ৪৭ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৯১ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকে। ত্রিপুরা দলের শুভজিৎ দাস ৩৯ রানে দুইটি এবং রিয়াদ হোসেন, রাকেশ রুদ্রপাল ও আয়ুস অনিল দেবনাথ একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা পুরোপুরি ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ২৮.৪ ওভার খেলে ৭৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ওপেনার দীপঙ্কর ভাটনগরের কুড়ি রান, রিয়াজ হোসেনের অপরাজিত কুড়ি রান এবং অধিনায়ক দেবাংশু দত্তের ১৭ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। চারজন এক রানে আর তিনজন বিনা রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসার ঘটনাটা আশ্চর্যের ঠেকেছে। ছত্তিশগড়ের বিকল্প তেওয়ারি ১৮ রানে পাঁচটি এবং ফয়েজ খান ২২ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। দুজনের বিধ্বংসী বোলিং যেন ত্রিপুরার পুরো ভিত নাড়িয়ে দেয়। গ্রুপ লীগের অন্যান্য খেলায় হায়দ্রাবাদ চার উইকেট এর ব্যবধানে চন্ডিগড় কে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। অপর ম্যাচে কর্ণাটক ৬ উইকেট এর ব্যবধানে হিমাচল প্রদেশকে হারিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরাকে হারিয়ে ছত্তিশগড় দ্বিতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাজঘরে গম্ভীর, বিশ্ব ক্রিকেটের প্রয়োজন আছে তোমাদের, সিরিজ শেষে চেজদের উৎসাহিত করলেন ভারতের কোচ

টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে জয় এলেও দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লড়াইয়ের প্রশংসা করলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচের মতে, ক্রিকেটের স্বার্থেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসা প্রয়োজন। ম্যাচের পর রোস্টন চেজেদের সাজঘরে গিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করলেন গম্ভীর।খেলা শেষ হওয়ার পর সাজঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারেরা। দরজা খুলে নিজেই প্রতিপক্ষের সাজঘরে ঢুকে যান গম্ভীর। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের হতাশা। তাঁদের প্রাথমিক জড়তা কাটার পর কথা বলেন গম্ভীর। তিনি বলেন, "দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তোমরা যে ভাবে লড়াই করেছ, সেটা সত্যিই প্রশংসার। তোমাদের ১১জন ক্রিকেটারই লড়াই করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন লড়াই। দেখো, ক্রিকেট দলগত খেলা। এমন খেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সকলের প্রতিটি অবদান প্রশংসিত হওয়া। কেউ সেঞ্চুরি করলে বা ৫ উইকেট নিলে, তাকে নিয়ে মাতামাতি হওয়া স্বাভাবিক। সেটাই হয় সাধারণত। কিন্তু তাদের পাশে দলের কোচ বা অন্য সাপোর্ট স্টাফদের দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক ছোট ছোট অবদান একটা দলকে গড়ে তোলে। বড় অবদানগুলো নিয়ে হয়তো আলোচনা হয়, সেগুলো শিরোনাম হয়, কিন্তু দল তৈরি হয় সকলের ছোট ছোট অবদানগুলো মিলিয়ে।"গম্ভীর আরও বলেন, "শেষে তোমাদের একটা কথা বলতে চাই। আমি বিশ্বাস করি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্ব ক্রিকেটকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটের প্রয়োজন রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এই কথাটা তোমরা মনে রাখবে। একটা ক্রিকেট জাতির ভিত্তিই হল শক্তিশালী টেস্ট দল। তোমরা টেস্টের জার্সি যখনই পরবে, তখনই মনে করবে দেশের জন্য কিছু একটা করার সুযোগ রয়েছে। যারা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে, তারা এমন সুযোগ খুবই কম পায়।" ভারতীয় দলের কোচের বক্তব্য সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম সারির অধিকাংশ ক্রিকেটারই এখন টেস্ট খেলেন না। তাঁরা শুধু সাদা বলের ক্রিকেট খেলেন। বিশেষ করে ২০ ওভারের ক্রিকেট। বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগ খেলেন তাঁরা। মূলত বেশি রোজগারের জন্যই টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চান না তাঁরা। ফলে দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট দল। চেজ, সাই হোপ, তেজনারাইন চন্দ্রপল, জন ক্যাম্পবেল, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, জেডেন সিলসের মতো যাঁরা এখনও টেস্ট খেলছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে, তাঁদের উৎসাহিত করেন গম্ভীর।

বিশ্বকাপ ফুটবলে এশিয়া থেকে আরও দুই দেশ, ইউরোপ থেকে প্রথম দল হিসাবে কারা ?

বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেল আরও তিনটি দেশ। মঙ্গলবার রাতে যোগ্যতা অর্জন করেছে ইংল্যান্ড, কাতার এবং সৌদি আরব। তবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জোড়া গোল করলেও অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে পর্তুগালকে। আর এক পয়েন্ট চাই তাদের। এ দিকে, প্রদর্শনী ম্যাচে গোল না পেলেও জোড়া অ্যাসিস্ট লিয়োনেল মেসির। আর্জেন্টিনা জিতল ৬-০ গোলে।

হ্যারির জোড়া গোল

গ্রুপ কে-তে নিজেদের নিখুঁত রেকর্ড বজায় রাখল ইংল্যান্ড। টানা ছ'টি ম্যাচ জিতেছে তারা। মঙ্গলবার লাটভিয়াকে হারিয়েছে ৫-০ গোলে। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে তারা। দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই বিশ্বকাপের টিকিট অর্জন করে ফেলেছে। মঙ্গলবার ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অ্যান্টনি গর্ডন। এর পর হ্যারি কেন জোড়া গোল করেন, যার একটি পেনাল্টি থেকে। চলতি মরসুমে ক্লাব এবং দেশ মিলিয়ে ১৩ ম্যাচে ২১ গোল হয়ে গেল তাঁর। ম্যাক্সিমাস টোনিসেভস আত্মঘাতী গোল করার পর ইংল্যান্ডের পঞ্চম গোল এবেরেচি ইজের।

রোনাল্ডোর রেকর্ডেও ড্র পর্তুগালের

গ্রুপ এফ-এ পর্তুগাল ২-২ ড্র করেছে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। আতিলা জালাইয়ের হেড থেকে এগিয়ে গিয়েছিল হাঙ্গেরি। রোনাল্ডো সমতা ফেরান। পরে আরও একটি গোল করে এগিয়ে দেন পর্তুগালকে। তবে শেষ দিকে আরও একটি গোল করে ড্র করে হাঙ্গেরি। রোনাল্ডো অবশ্য বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এখন সবচেয়ে বেশি গোল তাঁর। ৫১ ম্যাচে ৪১ গোল হয়ে গেল। টপকে গেলেন গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজকে, যাঁর ৪৭ ম্যাচে ৩৯ গোল রয়েছে। তৃতীয় স্থানে মেসি। তিনি ৭২টি ম্যাচে ৩৬টি গোল করেছেন।

কাতার, সৌদি আরব বিশ্বকাপে

এক দেশ গত বারের বিশ্বকাপের আয়োজক, অপর দেশ নয় বছর পর বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। সেই কাতার এবং সৌদি আরব দুই দেশই আমেরিকায় হতে চলা বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল। মঙ্গলবার কাতার ২-১ গোলে হারিয়েছে আমিরশাহিকে। অন্য দিকে, সৌদি আরব ০-০ ড্র করেছে ইরাকের সঙ্গে। এই প্রথম বার কাতার যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে বিশ্বকাপের টিকিট পেল। গত বার খেলেছিল আয়োজক হিসাবে। সৌদি আরব সপ্তম বার বিশ্বকাপের টিকিট পেল।

ইটালির ম্যাচে ঝামেলা, জয়ী স্পেন

ইটালির সঙ্গে ইজরায়েলের ম্যাচ ছিল উদিনেতে। সেখানে প্যালেস্তিনীয় প্রতিবাদীদের সঙ্গে ঝামেলা লাগল পুলিশের। তবে হতাহতের খবর মেলেনি। ইটালি জিতেছে ৩-০ গোলে। মাতেয়ো রেতেগুই জোড়া গোল করেছেন। একটি গোল জিয়ানলুকা মানচিনির। ইটালি দ্বিতীয় স্থানে শেষ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে প্লে-অফে জিততে হবে তাদের। অন্য ম্যাচে, স্পেন ৪-০ হারিয়েছে বুলগেরিয়াকে। মিকেল মেরিনো দু'টি গোল করেছেন। একটি গোল মিকেল ওয়ারজাবালের। অপরটি আটানাস চেরনেভের আত্মঘাতী।

গোল না করেও মেসির রেকর্ড

লাতিন আমেরিকার যোগ্যতা অর্জন পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই সেই মহাদেশের দলগুলি এখন প্রদর্শনী ম্যাচ খেলছে। আগের দিন জাপানের কাছে হেরেছিল ব্রাজিল। তবে মঙ্গলবার পুয়ের্তো রিকোকে ৬-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনা। দু'টি অ্যাসিস্ট করেছেন মেসি। গঞ্জালো মন্তিয়েল এবং লাউতারো মার্তিনেসকে দিয়ে গোল করিয়েছেন মেসি। দু'টি গোল করেছেন আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও লাউতারো। একটি গোল আত্মঘাতী। এত দিন আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের নজির ছিল নেমারের (৫৯)। তা টপকে গিয়েছেন মেসি।

রঞ্জি ট্রফি : লড়ছে ত্রিপুরা, পালামে সার্ভিসেস বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় স্কোরের লক্ষ্যেই এগুচ্ছে সার্ভিসেস। রঞ্জি ট্রফির খেলায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে খেলা। নয়াদিল্লিতে পালামে এয়ার ফোর্স কমপ্লেক্স গ্রাউন্ডে এবারকার রঞ্জি ট্রফি ৪ দিবসীয় ম্যাচে এলিট গ্রুপের প্রথম রাউন্ডের খেলায় ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচে টসও বিপক্ষে হয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়ে সার্ভিসেস দিনভর খেলে ৮৫ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৪৬ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার শিভম কুমার এবং রবি চৌহানের জুটি দলের জন্য ৯৯ রান সংগ্রহ করে অনেকটা এগিয়ে দেয়। শিভম বাহাত্তর রানে এবং রবি ৫০ রানে আউট হলেও ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে নকুল শর্মা ৬৪ রানে এবং পুলকিত নারাণ ১৪ রানে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেটে রয়েছেন। ত্রিপুরা দলের বোলার স্বপ্নীল সিং ৭৩ রানে তিনটি, পারভেজ সুলতান ৫৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। অভিজিৎ সরকার পেয়েছে একটি উইকেট। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় রাজ্য দলের বোলারদের লক্ষ্য রয়েছে ৩ শতাধিক রানের মধ্যে সার্ভিসেসকে থামিয়ে দিতে।

সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ট্রফি ছত্তিশগড়ের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দলকে আর জয়ে ফেরা হচ্ছে না। পঞ্চম ম্যাচেও আজ পরাজিত হয়ে শিবিরে ফিরতে হয়েছে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারদের। আজ, বুধবার গোয়ালিয়রে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের এলিট গ্রুপের খেলায় ৭ উইকেট এর ব্যবধানে ছত্তিশগড়ের কাছে হারতে হয়েছে। সেই দ্বিতীয় ম্যাচে হায়দ্রাবাদ কে ৪৮ রানে হারিয়ে ত্রিপুরা দল জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। তুলনামূলক বিচারে উড়িষ্যা কিন্তু এ পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ খেলা শেষ করলেও এখনও কোন ম্যাচে জয়ী হয়নি। আজ, বুধবারে গোয়ালিয়রে শ্রীমন্ত মাধব রাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বেলা ১১ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিলেও ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে বেশিদূর এগুতে পারেনি। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক ঋজু সাহা সর্বাধিক ৩৫ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ছত্তিশগড় ১৬.২ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের সৃষ্টি শর্মা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। গ্রুপ লীগের অন্যান্য খেলায় হরিয়ানা আট উইকেটের ব্যবধানে অন্ধ্রকে, কর্ণাটক ৬ উইকেটের ব্যবধানে উড়িষ্যাকে এবং হিমাচল প্রদেশ ছয় রানের ব্যবধানে হায়দ্রাবাদ কে পরাজিত করেছে।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল বিশ্বকাপের শ্রীলঙ্কা-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচ

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপের শ্রীলঙ্কা-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচ। প্রথমে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কা করে ৬ উইকেটে ২৫৮। শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হওয়ার পর বৃষ্টি শুরু হয় কলম্বোয়। খেলা আর শুরু করা যায়নি। ম্যাচ বাতিল হওয়ায় দু'দলই পেল এক পয়েন্ট করে। তবে লাভ হল ভারতের।মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়ার পর শ্রীলঙ্কা-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচও বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল। মঙ্গলবার টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। কলম্বোর ২২ গজে এ দিন প্রথম থেকে ধরে খেলতে শুরু করেন দ্বীপরাষ্ট্রের ব্যাটারেরা। দুই ওপেনার আতাপাত্তু এবং ভিশমি গুণরত্নে তোলেন ১০১ রান। গুণরত্নে করেন ৮৩ বলে ৪২। মারেন তিনটি চার। অধিনায়ক করেন ৭২ বলে ৫৩। মারেন ৭টি চার। তিন নম্বরে নেমে হাসিনি পেরারা করেন ৬১ বলে ৪৪। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৬টি চার। চার নম্বরে নেমে হর্ষিতা সমরবিক্রমা করেন ৩১ বলে ২৬। এছাড়া শ্রীলঙ্কার হয়ে ভাল ব্যাট করেছেন ছ'নম্বরে নামা নিলাক্ষীকা সিলভা। ৭টি চার, ১টি ছয়ের সাহায্যে তাঁর ২৮ বলে ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস শ্রীলঙ্কাকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দেয়।এ দিন নিউ জিল্যান্ডের সফলতম বোলার সোফি ডিভাইন ৫৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ৩৯ রানে ২ উইকেট ব্রি ইলিংয়ের। তবে সবার পারফরম্যান্সই মূল্যহীন করে দিল বৃষ্টি। নিউ জিল্যান্ডের পয়েন্ট নষ্ট হওয়ায় কিছুটা হলেও সুবিধা হল হরমনপ্রীত কৌরদের। চারটি ম্যাচ খেলে ভারতের পয়েন্ট ৪। হরমনপ্রীতেরা আছেন পয়েন্ট টেবলের চতুর্থ স্থানে। পঞ্চম স্থানে থাকা নিউ জিল্যান্ডের চার ম্যাচে ৩ পয়েন্ট।

নির্বাচকদের দলে বুড়োদের জায়গা নেই, বলে দিলেন রাহানে

ভারতীয় ক্রিকেটারেরা কি নির্বাচকদের ভয় পান? এরকমই মনে করছেন অজিঙ্ক রাহানে। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া এই ব্যাটারের মতে ঘরোয়া ক্রিকেটে নির্বাচকদের যে ভাবে নিয়োগ করা হয়, তা আমূল বদলে ফেলা উচিত। মুম্বইয়ের এই ক্রিকেটারের পরামর্শ, শুধু মাত্র সম্প্রতি অবসর নেওয়া ক্রিকেটারদেরই ঘরোয়া ক্রিকেটে নির্বাচকের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। রাহানের মতে, যেহেতু তাঁরা সদ্য অবসর নিয়েছেন, তাই ক্রমশ বদলাতে থাকা আধুনিক ক্রিকেটের চাহিদা সম্পর্কে তাঁরা অবহিত থাকবেন। ক্রিকেটাররাও আর নির্বাচকদের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবেন না। অর্থাৎ, নির্বাচকের ভূমিকাতেও বুড়োদের জায়গা নেই।প্রাক্তন সতীর্থ চেতেশ্বর পূজারার ইউটিউব চ্যানেলে রাহানে বলেন, "ক্রিকেটারেরা নির্বাচকদের যেন ভয় না পায়। আমি নির্বাচকদের নিয়ে, বিশেষ করে ঘরোয়া ক্রিকেটের নির্বাচকদের নিয়ে বলতে চাই, সম্প্রতি অবসর নেওয়া ক্রিকেটাদেরই দায়িত্ব দেওয়া হোক। মানে যারা পাঁচ-ছয় বা সাত-আট বছর আগে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে। যে ভাবে ক্রিকেট দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে নির্বাচকেরাও যেন তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।"নিজের বক্তব্যের সমর্থনে রাহানে আরও বলেন, "২০-৩০ বছর আগে যে ভাবে খেলা হত, তার উপর ভিত্তি করে ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, এটা চাই না। এখন টি-টোয়ন্টি এবং আইপিএলের যুগ। আধুনিক ক্রিকেটারদের খেলার ধরন বুঝতে হবে।"এখন ১০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থাকা যে কেউ রাজ্য দলের নির্বাচক হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে অবসর নেওয়ার পর অন্তত পাঁচ বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। গত অগস্টে অবসর নেওয়া পুজারা যদি নির্বাচক হতে চান, তাঁকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জাতীয় নির্বাচকদের ক্ষেত্রেও অবসরের পর অপেক্ষা করার বাধ্যতামূলক নিয়ম আছে।পুজারা পুরোপুরি একমত হতে পারেননি রাহানের সঙ্গে। তিনি বলেন, রাহানের ভাবনাটি ভাল। কিন্তু আগের প্রজন্মের ক্রিকেটারদের নির্বাচকের ভূমিকায় ভাবাই হবে না, এটা ঠিক নয়।তিনি রাহানেকে বলেন, "বড় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে তোমার প্রস্তাব মানা যেতে পারে। কারণ, ওদের সামনে প্রচুর বিকল্প আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দুর্দান্ত রেকর্ড থাকা কোনও ক্রিকেটার শুধু অনেক আগে অবসর নিয়েছে বলে নির্বাচক হতে পারবে না।"

২০২৭ বিশ্বকাপে খেলবেন রোহিত-কোহলি ? অবশেষে মুখ খুলল বিসিসিআই

ভারতবর্ষের দুই নক্ষত্রের টেস্ট অবসর নিয়ে কম রোষানল সৃষ্টি হয়নি জাতীয় ক্রিকেটমহলে। তার পর আবার রোহিত শর্মার 'নেতৃত্ব হরণ'। যা কি না আরও আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবে এরপর দেশের ক্রিকেটমহল জানতে উৎসুক, ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে রোহিত-কোহলিকে খেলতে দেখা যাবে কি না? অবশেষে সেই জ্বলন্ত ইস্যুতে প্রথমবার আলোকপাত করলেন বোর্ডের কোনও কর্তা। বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা খানিক আধো আধো ভাষায় বলে গেলেন রো-কো-কে বোর্ডের তরফে অবসর নিতে বলা হয়নি।

দীর্ঘদিন বাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজেই মাঠে ফিরছেন টিম ইন্ডিয়ার দুই মহারথী। ক্রিকেট মহলে জোর জল্পনা, এটাই সম্ভবত জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁদের শেষ ম্যাচ। এ প্রসঙ্গে বিসিসিআই সহ-সভাপতি বলছেন, "ওরা টিমে ফেরায় আমাদের দারুন উপকার হবে। দুজনেই দুর্দান্ত ব্যাটার। আশা করি ওদের সাহায্যে আমরা অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারব।"

এটাই কি শেষ সিরিজ দুই মহাতারকার? রাজীব শুক্লা বলছেন, "এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ায় উচিত নয়। তাছাড়া এটা শেষ সিরিজ কিনা, সেসব কোনও কথা হয়নি। ক্রিকেটারা কবে অবসর নেবে সেটা নিতান্তই তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এভাবে বলে দেওয়া যে এটাই ওদের শেষ সিরিজ, এটা কিন্তু ঠিক নয়।" রো-কোর বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে সেভাবে খোলসা করে কিছু বলতে চাননি কোচ গম্ভীরও। গম্ভীর এ দিন বলে দেন, "পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপের এখনও আড়াই বছর বাকি। এখন বর্তমানে মন দেওয়া ভালো। রোহিত-কোহলি দু'জনেই ভালো প্লেয়ার। অস্ট্রেলিয়ায় ওদের অভিজ্ঞতা কাজে আসবে।"

এসব নিয়ে আলোচনার মধ্যেই খবর, রো-কোর প্রত্যাবর্তন সিরিজে দুর্বল হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে'তে খেলতে পারবেন না অ্যাডাম জাম্পা আর জস ইঙ্গলিস। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। যার শুরুটা হচ্ছে রবিবার থেকে। পরের দুটো ম্যাচ ২৩ ও ২৬ অক্টোবর। ইঙ্গলিস এখনও চোট সারিয়ে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। আর জাম্পা খেলবেন না পারিবারিক কারণের জন্য। তবে লেগ স্পিনারকে অবশ্য দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই পেয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ইঙ্গলিস দ্বিতীয় ম্যাচেও খেলতে পারবেন কি না, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকে বলা হল, তৃতীয় ওয়ান ডে থেকে হয়তো ফিরতে পারেন ইঙ্গলিস।

পাকিস্তানের আশঙ্কা দূর করে হকির মঞ্চে পাক খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলালেন ভারতের খেলোয়াড়েরা, ম্যাচ ৩-৩

৩-৩ গোলে শেষ হল ভারত-পাকিস্তান হকির লড়াই। মালয়েশিয়ায় সুলতান অফ জোহর কাপে দু'বার পিছিয়ে পড়েও এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল ভারতের অনূর্ধ-২১ হকি দল। অবশেষে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলালেন কোনও ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা। বোধোদয় হল বলাই যায়।তিন বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত শুরুতেই চাপে পড়ে যায়। ম্যাচের ৫ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় পাকিস্তান। অধিনায়ক হান্নান শাহিদের গোলে এগিয়ে যায় তারা। ভারতীয় দলের গোলরক্ষক প্রিন্স দীপ সিংহ সঠিক দিকে ঝাঁপিয়েও আটকাতে পারেননি। গোল পেয়ে আগ্রাসী হকি খেলতে শুরু করে পাকিস্তানের অনূর্ধ-২১ দল। ১০ মিনিটের মাথায় ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়তে পারত ভারত। গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সুফিয়ান খান। অল্পের জন্য বাইরে যায় তাঁর শট। প্রথম ১৫ মিনিটে একটিও পেনাল্টি কর্নার আদায় করতে পারেনি ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও চাপ বাড়ে ভারতীয় দলের উপর। ফাউল করার জন্য আদ্রোহিত এক্কাকে হলুদ কার্ড দেখান আম্পায়ার। ১০ মিনিট ১০ জনে খেলতে হয় ভারতকে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে গোল করতে পারেনি কোনও দলই। প্রথমার্ধ শেষেও ০-১ গোলে পিছিয়ে থাকে ভারতীয় দল।বিরতির পর দু'দলই আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। ৩৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে পাকিস্তান। পেনাল্টি কর্নার থেকে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সুফিয়ান খান। খেলার রং বদলায় শেষ ১৭ মিনিটে। ৪৩ মিনিটে ভারতের হয়ে প্রথম গোল করেন আরাইজিৎ সিংহ হুন্ডাল। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ব্যবধান কমান তিনি। গোল পাওয়ার পর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে ভারত। ৪৭ মিনিটে ফিল্ড গোল করে ভারতকে সমতায় ফেরান সৌরভ আনন্দ কুশওয়াহা। ৬ মিনিট পরেই ভারতকে এগিয়ে দেন মনমিত সিংহ। খেলার ৫৩ মিনিটের মাথায় দুরন্ত গতিতে পাকিস্তানের 'ডি'র মধ্যে ঢুকে গিয়ে গোল করেন তিনি। ভারতকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। ভারতীয় দলের ১০ মিনিটের দ্রুতগতির খেলায় কিছুটা দিশেহারা হয়ে যায় পাকিস্তান। তবু হাল ছাড়েনি তারা। ৫৫ মিনিটের মাথায় পাকিস্তানের হয়ে তৃতীয় গোল করে সমতা সুফিয়ান। ৬ গোল করে তিনিই এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা।তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ভারতীয় দল এখন পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়ারও তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট। গোল পার্থক্য এগিয়ে রয়েছে অজিরা। তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে পাকিস্তান। তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আয়োজক মালয়েশিয়া। গোল পার্থক্যে পাকিস্তানের থেকে পিছিয়ে তারা। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ব্রিটেন এবং নিউ জিল্যান্ড।পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে গত এশিয়া কাপে সূর্যকমার যাদবেরা হাত মেলাননি সলমন আলি আঘাদের সঙ্গে। মহিলাদের বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত কৌরেরাও এড়িয়ে গিয়েছেন ফতিমা সানাদের। তাই ক্রীড়প্রেমীদের নজর ছিল মঙ্গলবারের ভারত-পাকিস্তান হকি ম্যাচের দিকেও। ছোটদের হকির লড়াইয়ে অবশ্য সৌজন্যের অভাব হল না। জাতীয় সঙ্গীতের পর দু'দলের খেলোয়াড়েরা হাত মিলিয়েছেন (হাই ফাইভ)। পাকিস্তানের আশঙ্কা ছিল, ভারতীয় খেলোয়াড়েরা তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না। পাকিস্তান হকি ফেডারেশন থেকে খেলোয়াড়দের বলেও দেওয়া হয়, ভারত হাত না মেলালে তাঁরা যেন মানসিক ভাবে তার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বুধবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

রেগা কর্মচারীদের বেতন না দেওয়ায় ক্ষোভ 'আমরা বাঙালী' দলের তীব্র প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: রাজ্যে রেগা কর্মচারীদের পূজার মাসের বেতন এখনও পর্যন্ত না দেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আমরা বাঙালী দল। দলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যেখানে অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা গত ২৬ সেপ্টেম্বরই অগ্রিম পূজার বেতন পেয়েছেন, সেখানে রেগা কর্মচারীদের এখনও বেতন মেলেনি।

দলের অভিযোগ, "আজ দিচ্ছে কাল দিচ্ছে" বলে সরকার সময়ক্ষেপণ করছে। অথচ মাসের ১৫ তারিখ পার হলেও রেগা কর্মচারীরা বেতন না পেয়ে ধর্নায় বসেছেন। তবুও তারা নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। প্রেস বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ত্রিপুরা সরকারকে রেগা প্রকল্পের জন্য ১৮ কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার খরচ দেখিয়েছে প্রায় ৩১ কোটি টাকা, যার মধ্যে বেতন বাবদই খরচ হয়েছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। অথচ রাজ্যে রেগা কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ২,৬০০ জন। দলের অভিযোগঅতিরিক্ত ১৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু তার কোনো সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি সরকার বা সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

এছাড়াও বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "পুর নিগমের ১৬ কোটি টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনায়ও সরকারের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। বিরোধী দলগুলোর চাপের মুখে তদন্ত শুরু হলেও টাকা উদ্ধার হবে কিনা তা অনিশ্চিত।" আমরা বাঙালী দলের বক্তব্য অনুযায়ী, পূজার আগে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হলেও অধিকাংশ ওয়ার্ডেই কাজ হয়নি। কেবল পূজার কয়েক দিন আগে সামান্য কিছু কাজ হয়েছে, বাকিটা অজানাই থেকে গেছে। দলের অভিযোগ, "দুর্নীতির এই চক্র প্রশাসনের স্বচ্ছতা নষ্ট করছে। অনেকেই সরকারি টাকায় প্রাসাদোপম বাড়ি, ফ্ল্যাট বা সম্পত্তি কিনছে।" প্রেস বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, রাজ্যের অর্থ দপ্তর ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সমন্বয়হীনতা চলায় এই আর্থিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। দলের প্রশ্ন"নতুন অর্থবর্ষের মাত্র ছয় মাস অতিক্রান্ত, তার মধ্যেই অতিরিক্ত ১৩ কোটি টাকা খরচ হলো কীভাবে?" আমরা বাঙালী দলের দাবি, রেগা প্রকল্পে বড়সড় ঘোটালা হয়েছে কিনা তা নিয়ে অবিলম্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত। পাশাপাশি দ্রুত রেগা কর্মচারীদের বেতন প্রদান করতে হবে এবং যদি দুর্নীতির প্রমাণ মেলে, তবে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। দলের মন্তব্য অনুযায়ী, "রাজ্যে আত্মপ্রচারের প্রতিযোগিতা বাড়ছে, কিন্তু তার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই।"

মহারাজগঞ্জ বাজারের জলাশয়ে মৃতদেহ উদ্ধার, তীব্র চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: সাত সকালে মহারাজগঞ্জ বাজার সংলগ্ন নবনির্মিত পার্কের জলাশয় থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রথমে স্থানীয়দের নজরে আসে পুকুরে ভাসমান মৃতদেহটি। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পূর্ব থানা এবং গোলবাজার ফাঁড়ির পুলিশ।

পূর্ব থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সুব্রত দেবনাথ বলেন, মৃতদেহটি পুকুরের জলে বেশ কয়েকদিন ধরে পড়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মমগদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পূর্ব থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সুব্রত দেবনাথ বলেন, মমতদেহের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি, তবে দেহের হাতে সৌরভ নামের ট্যাটু লেখা রয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

শারদ সম্মান প্রদান করা নিয়ে বৈঠক পুর নিগমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: পুর নিগমের উদ্যোগে প্রতি বছরই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিগম এলাকার ক্লাবগুলিকে পুরস্কৃত করে থাকে। পুরস্কার প্রদানের জন্য ক্লাবগুলোকে বাছাই করে নিরপেক্ষ বিচারক মন্ডলী। বুধবার শারদ সম্মান প্রদান করা নিয়ে নিগম সদস্য সহ অন্যান্য নিয়ে গঠিত কমিটির বৈঠক পুর নিগমের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক সম্পর্কে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, পূজা উদ্যোক্তাদের চারটি জোনালে চারটি বিষয়ের উপর পুরস্কৃত করা হবে। প্রতিটি জুনালের শ্রেষ্ঠ ক্লাব গুলিকে সুদৃশ্য ট্রফি এবং ২৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। পাঁচটি বিষয়ের উপর বিবেচনা করে সারা আগরতলা শহর জুড়ে পাঁচটি করে সেরার সেরা পাঁচটি ক্লাবকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। সদৃশ্য ট্রফি এবং ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে সেই পূজা উদ্যোক্তাদের।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফল অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়ে উঠলেন ১২ বছরের এক কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে ১২ বছর বয়সী এক কিশোরী। উত্তর জেলার পানিসাগর আর ডি ব্লকের অধীন জলেবাসা গ্রামের পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অর্নগত রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম এর একটি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিম স্থানীয় ৩২ দ্রোন জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন কালে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের স্বাস্থ্যকর্মীরা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক স্ক্রিনিং কর্মসূচি করেন।

উক্ত স্ক্রিনিং কর্মসূচিতে এলাকার এক বাসিন্দার ১২ বছর কন্যার হৃদযন্ত্রে সমস্যার ব্যাপারে আঁচ করেন। তখন পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মেডিক্যাল টিম কিশোরীটির পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন এবং উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দেন। পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মেডিক্যাল টিম কিশোরীটিকে গত ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালে রেফার করেন। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ গোপা চ্যাটার্জী কিশোরীটির ইকোকার্ডিওগ্রাফি করেন। আর এই ইকোকার্ডিওগ্রাফি রিপোর্টের ভিত্তিতেই চিকিৎসক জানান শিশুটির হৃদযন্ত্রে সমস্যা আছে এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ করতে হবে।

কিন্তু কিশোরীটির পিতা ছিলেন একজন দিন মজুর এবং মা ছিলেন একজন গৃহিণী, কঠিন আর্থিক সংকটে তাদের দিন কাটাতো। পরিবারটির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায়, এই ব্যয়সাধ্য অস্ত্রোপচারের খরচ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের (আরবিএসকে) টিম কিশোরীটিকে চেন্নাই অ্যাপেলো চিলড্রেনস হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, কিশোরীকে অস্ত্রোপচারের জন্য চেন্নাই অ্যাপেলো চিলড্রেনস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এই হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ সার্জেনদের তত্ত্বাবধানে শিশুটির সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রে সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। এরপর কিশোরীটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে গত ৩ অক্টোবর, ২০২৫, অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতাল থেকে তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর কিশোরীটিকে সুস্থ করে রাজ্যে ফিরে আনা হয়। কিশোরীটির পিতা তাদের মেয়ের প্রাণনাশের মতো জটিল অসুখের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের মতো সহায়তা পেয়ে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের টিম সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। কিশোরীটি সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসায় তার পিতা-মাতা সহ পরিবারে অন্য সদস্যরা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরায় কংগ্রেসের ডেপুটেশনে চাঞ্চল্য কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক অচলাবস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ অক্টোবর: আবারও রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। বুধবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে স্থবির হয়ে পড়ায় জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রনের নিকট এক প্রতিনিধি-সুলভ ডেপুটেশন প্রদান করে কংগ্রেস নেতারা।

মূলত কদমতলা—কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতে গত কয়েক মাস ধরে সরকারি ও প্রশাসনিক সবধরনের কাজকর্ম বন্ধ থাকায় এলাকাবাসীর ভোগান্তি চরমে উঠেছে। জন্ম ও মৃত্যু সনদ, আর-ও-আর কপি সহ সাধারণ নাগরিক পরিষেবাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামবাসীরা বারবার পঞ্চায়েত কার্যালয়ের দ্বারে ঘুরেও সেবা পাচ্ছেন না।

এই পরিস্থিতিতে কদমতলা—কুর্তি ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি স্মারকলিপির অনুলিপি পাঠানো হয় ধর্মনগর মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক ও কদমতলা বিডিওর নিকটেও। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, "সিপিআই(এম) পরিচালিত কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতে বহু মাস ধরে সরকারি কাজকর্ম পুরোপুরি বন্ধ। সাধারণ মানুষ জরুরি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এমনকি দুর্গাপূজার আগে সরকারি উদ্যোগেও কোনও কাজ হয়নি।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, "সিপিআই(এম) ও বিজেপি উভয় দলই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে ব্যস্ত। এর ফলে সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক অবহেলার শিকার হচ্ছেন।"

চৌধুরী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যদি অতি দ্রুত কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতে সরকারি কাজ পুনরায় শুরু না হয়, তবে কদমতলা ব্লক কংগ্রেস গণতান্ত্রিক উপায়ে ৮ নম্বর আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে নামবে।"

কংগ্রেসের দাবি, প্রশাসন যেন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে সাধারণ মানুষের মৌলিক নাগরিক পরিষেবা পুনরায় চালু করে।

ডেপুটেশন দলের নেতৃত্ব দেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মানিক লাল দাস, কংগ্রেস নেতা ফখরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ঘটনাটি ঘিরে উত্তর জেলার রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: আসন্ন ভোটার তালিকার সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের সকল স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আজ প্রজ্ঞাভবনে একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হলো ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সম্পর্কে অবগত করা। তিনি আরও বলেন, এই কর্মশালার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্ত ধরণের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবগত হবেন এবং পরবর্তী সময়ে তারা নিজ নিজ দলীয় কর্মীদের এই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবেন। তিনি ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের অ্যাসিস্টেন্ট হাইকমিশনারের রাজ্যপালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: আগরতলাস্থিত বাংলাদেশের অ্যাসিস্টেন্ট হাইকমিশনার হাসান আল বাচার আব্দুল ওয়াই আজ সকালে রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লুর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বক্সনগরে সুবিধাভোগীদের হাতে বিনামূল্যে হাঁস-মুরগি বিতরণ, আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে সরকারি উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৫ অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণী সম্পদ বিকাশ প্রকল্পের আওতায় বক্সনগর অঞ্চলে গ্রাম্য মহিলাদের স্ব-শক্তিকরণের লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের হাতে বিনামুল্যে হাঁস-মুরগি বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এই উদ্যোগ গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বক্সনগর আরডি ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মোট ১১২টি ক্রস টাইপের মোরগীর ছানা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি সুবিধাভোগী মোরগীর ছানা এবং হাঁসের ছানার সঙ্গে দু কিলো করে খাবারও বিনামূল্যে পাচ্ছেন। এছাড়াও ৩৮ জন সুবিধাভোগী উন্নত প্রজাতির হাঁসের বাচ্চা পেয়েছেন। বক্সনগর প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডাক্তার সরকার মহোদয়া জানান, "গ্রামের মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতেও নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।" দপ্তরের কর্মচারীরা স্থানীয় গ্রামবাসীর পাশে থেকে প্রাণী পালন ও চিকিৎসায় সহায়তা করছেন। ব্লকের চৌদ্দটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানদের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের হাতে সরাসরি হাঁস-মুরগির ছানা তুলে দেওয়া হয়েছে। সুবিধাভোগীরা এই উদ্যোগে অত্যন্ত খুশি এবং বর্তমান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এই প্রকল্পে বক্সনগর প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডাক্তার সোলাঙ্কি সরকার, এআরডিডি কর্মী বিজয় সরকার, হরেকৃষ্ণ নমোসহ অন্যান্য কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসার যোগ্য বলে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

বিকশিত ত্রিপুরা ও বিকশিত ভারতের পথে একাধিক উদ্যোগে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : আজ নয়াদিল্লির রেল ভবনে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এই বৈঠকে "বিকশিত ত্রিপুরা, বিকশিত ভারত"-এর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়।

ওই সাক্ষাতে রেলমন্ত্রীর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে আবেদন করেন।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আগরতলা-গৌহাটি রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালুর প্রস্তাব,রেলপথ দ্বিগুণকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি,বিদ্যুৎচালিত ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা, দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেনে নতুন ও উন্নতমানের কোচ সংযোজন এবং স্টেশনসমূহের আধুনিকীকরণ, ত্রিপুরা ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ফিল্ম সিটি উন্নয়ন এবং কল সেন্টার স্থাপন ও সম্প্রসারণে নতুন পদক্ষেপ এবং সাইবার সিকিউরিটি হাবের আরও বিস্তার ও আধুনিকীকরণ করা ইত্যাদি।

এই বৈঠক ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শ্রী বৈষ্ণব রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পরিচয় গোপন করে প্রতারণা তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকের সাথে, ঘটনায় গ্রেপ্তার এক

আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: পরিচয় গোপন করে প্রতারণার অভিযোগে অবশেষে রাজনগরের জলিল মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পশ্চিম থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে গত ১৫ই আগস্ট। ওইদিন তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিক কমলিকা দাস পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে কমলিকা দাস জানান, রাজনগরের জলিল মিয়া নিজেকে "সুজিত দাস" নামে পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে সে কমলিকা দাসকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে কমলিকা বুঝতে পারেন, জলিল মিয়া তার প্রকৃত পরিচয় গোপন করে প্রতারণা করেছে।

কমলিকা দাস আরো জানান, তিনি ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে জলিল মিয়া তাকে তিনদিন ধরে বাড়িতে আটকে রাখে, তারসঙ্গে দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হয়। পরবর্তীতে কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন তিনি, বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ও ছিলেন। এরপর ১৫ আগস্ট তিনি পশ্চিম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রথমে জলিল মিয়ার বাবাকে আটক করে। পরে তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত জলিল মিয়াকেও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পশ্চিম থানার পুলিশ।

এদিন সদর মহকুমা পুলিশের এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় সাংবাদিকদের জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধ আটক ও পরিচয় গোপন করার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কমলপুরে 'নেশামুক্ত ভারত' অভিযান ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে র‍্যালি ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৫ অক্টোবর: মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং ধলাই জেলা পুলিশ প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় বুধবার কমলপুর শহরে "নেশামুক্ত ভারত" কর্মসূচি উদযাপন করা হয়। এদিন শহরে বিশাল রেলি ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়, যাতে অংশ নেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

সকালে কমলপুর হাই স্কুল ও দ্বাদশ শ্রেণির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশ নেন নেশামুক্তি বিষয়ক রেলিতে। রেলিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কমলপুর টাউন হলে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় এক সচেতনতা শিবির।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ডিআইজি (নর্দান রেঞ্জ) রথী রঞ্জন দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার পুলিশ সুপার মিহির লাল দাস, কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের এসডিএমও ডা. শুভাশিস দে, কমলপুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রিয় দত্তসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন ধলাই জেলা পুলিশ সুপার মিহির লাল দাস। বক্তারা নেশামুক্ত সমাজ গঠনে পুলিশের ভূমিকা ও জনসচেতনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথি রথী রঞ্জন দেবনাথ বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া বহু দুর্ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে নেশা। ধলাই জেলায় এ বছর এখন পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ২ হাজার কেজি গাঁজা, ৬ হাজার বোতল কফ সিরাপ এবং ৯ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা।"

তিনি আরও বলেন, "নেশা নির্মূল করতে সমাজের প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। কেউ যদি নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে দেখে, সে পরিচিত হোক বা প্রতিবেশী সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় খবর দিন। পুলিশ তথ্যদাতার নাম ও পরিচয় গোপন রাখবে।"

অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল সচেতনতার বার্তা "নেশা নয়, জীবন হোক আলোর পথে।" ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কমলপুর টাউন হল প্রাঙ্গণ।

আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে মাতৃশক্তির উদ্যোগে শ্যামামায়ের আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের খোশবাগান এলাকায় প্রথমবারের মতো শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন এলাকাবাসী। 'মাতৃশক্তি' নামে মহিলা দ্বারা পরিচালিত মহিলারা এই পূজার আয়োজন করেছেন, যেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজক কমিটির সদস্যারা জানান, এ বছর প্রথমবারের মতো শ্যামামায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খোশবাগান এলাকায়। পূজার মূল উদ্দেশ্য শুধু ধর্মীয় নয়, সমাজের অসহায় ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এই উপলক্ষে অনাথ আশ্রমে ফল ও বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান সদস্যারা। এছাড়াও পুজোর দিন থাকবে প্রসাদ বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা। পূজার উদ্বোধন করবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। আয়োজকরা সকল শ্রেণির মানুষকে তাদের পূজা মণ্ডপে এসে শ্যামা মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

"শারদার্ঘ্য ২০২৫" পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স

দুর্গাপূজার আবেগ ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানানো এক অনন্য শারদ সম্মান

আগরতলা, ১৫ই অক্টোবর ২০২৫: ত্রিপুরার অন্যতম বিশ্বস্ত ও প্রখ্যাত স্বর্ণালংকার প্রতিষ্ঠান স্বর্ণকমল জুয়েলার্স সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করল "শারদার্ঘ্য ২০২৫"-এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, যা এই বছরের পঞ্চম সংস্করণ। আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাবের সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক অবদান ও আন্তরিক ভক্তিকে সম্মান জানানো হয়।

এই বছরের উদযাপনের অংশ হিসেবে ১৫ই অক্টোবর পশ্চিম ত্রিপুরার ১০টি ক্লাবকে সম্মানিত করা হয়েছে এবং ১৬ই অক্টোবর গোমতী জেলার ৫টি ক্লাবকে সম্মান জানানো হবে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী ক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে এক মনোরম দুর্গা মা ট্রফি, যা "শারদার্ঘ্য"-এর মূল ভাবনা ও দুর্গাপূজার ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক।

সম্মানপ্রাপ্তদের মধ্যে আগরতলার শীর্ষ ৩টি ক্লাবকে বিশেষ নগদ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং গোমতী জেলার শীর্ষ ২টি ক্লাবও তাদের অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য নগদ পুরস্কার পাবে।

পুরস্কার প্রদান করেন শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ, স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, যিনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্যে শ্রী নাগ ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং আসন্ন ধনত্রয়োদশী ও দীপাবলি উৎসবের জন্য শুভকামনা প্রকাশ করেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রতি প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি জানান, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে ১,০০০টি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। আগামী বছরে আরও ২,১০০টি গাছ রোপণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ত্রিপুরার নাগরিকদের আহ্বান জানান সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে একসাথে কাজ করার জন্য। "স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমরা শুধু আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপনই করি না, সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্বও পালন করি। আসুন, আমরা সকলে মিলে ত্রিপুরাকে আরও সবুজ, সুস্থ ও সমৃদ্ধ করে তুলি," বলেন শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ।

"শারদার্ঘ্য ২০২৫" আজ ত্রিপুরাজুড়ে শিল্প, ভক্তি ও সমাজসেবার এক অনন্য মেলবন্ধন হিসেবে দাঁড়িয়েছে, যা স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের মানুষের সঙ্গে গভীর বন্ধনের প্রতিফলন বহন করে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas